ওমানে বাধ্যতামূলক হবে বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল পরীক্ষা

সারে-জমিন

ওবিসি সমস্যা নিরসনে আমরা সাধ্যমত করছি ও করব: মমতা

রূপসী বাংলা

নতুন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কদর যেভাবে বাড়ছে ভারতে

সম্পাদকীয়

মোহন ভগবতের বিরুদ্ধে ধিক্কার সভা

সাধারণ

লখনউ সুপার জায়ান্টের নতুন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ, ঘোষণা গোয়েঙ্কার

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২১ জানুয়ারি, ২০২৫
৬ মাঘ ১৪৩১
১৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 21 ■ Daily APONZONE ■ 21 January 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

তদন্ত ভার পুলিশের হাতে থাকলে নিশ্চিত ফাঁসির সাজা হত: মমতা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আরজি কর হাসপাতাল কাণ্ডের প্রধান সন্দেহভাজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার বিষয়ে শিয়ালদা আদালতের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে সোমবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে তদন্তটি "জোর করে" কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, যদি তারা তাদের সাথে থাকত তবে অভিযুক্তর মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করত।

মুর্শিদাবাদে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পরিচালিত আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের যৌন নির্যাতন ও হত্যার তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এর সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমরা সবাই ফাঁসির দাবি জানিয়ে আসছি, কিন্তু আদালত আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। তারপরও আমরা আমাদের দাবিতে অনড় রয়েছি। আমি আমার দলের মতামত জানাতে পারি; আমাদের কাছ থেকে জোর করে মামলা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে থাকলে আমরা তার ফাঁসির সাজা নিশ্চিত করতাম। তিনি বলেন, আমরা জানি না কীভাবে তদন্ত করা হয়েছে। রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) পুলিশ দ্বারা তদন্ত করা অনুরূপ অনেক মামলায় মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছিল। আমি সন্তুষ্ট নই। এটা যদি মৃত্যুদণ্ড হতো, তাহলে অন্তত আমার হৃদয় কিছুটা হলেও শান্তি পেত। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাসের নেতৃত্বাধীন শিয়ালদহ আদালত সোমবার সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে, ৯ আগস্ট ২০২৪ সালে আরজি করের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসককে যৌন নির্যাতন ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমরা সবাই ফাঁসির দাবি জানিয়ে আসছি, কিন্তু আদালত আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। তারপরও আমরা আমাদের দাবিতে অনড় রয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই অপরাধের জন্য সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রাপ্য ছিল অপরাধীর। রাজ্য পুলিশের তদন্ত করা একই ধরনের মামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জয়নগর, ফারাক্কা এবং গুড়াপ (ধর্ষণ ও হত্যার যে তিনটি মামলা আমরা পরিচালনা করেছি) সেখানে আমাদের পুলিশ সফলভাবে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেছে (যথাযথ তদন্ত এবং চার্জশিট দাখিলের মাধ্যমে)। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আরজি করের মামলাটি জোর করে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং আমি জানি না সিবিআই কীভাবে এই মামলা লড়েছিল বা তারা কী যুক্তি দিয়েছিল। পুরোটাই সিবিআই চালায়। আমরা এই ধরনের অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি চাই।

বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা নয়: আদালত

আরজি কর কাণ্ডে সঞ্জয় রায়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল শিয়ালদহ আদালত। শিয়ালদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস গত বছরের ৯ আগস্ট করা অপরাধের জন্য শনিবার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করেন।

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি) এবং ১০৩ (১) (খুন) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ১০৩(১) ধারায় সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬৬ ধারায় তাকে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সব সাজা একসঙ্গে চলবে।

মৃত চিকিৎসকের পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যেহেতু নির্যাতিতা হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেছেন, তাই রাজ্যের দায়িত্ব ওই চিকিৎসকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া মধ্যে মৃত্যুর জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং ধর্ষণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা।

বিচারক সঞ্জয় রায়কে বলেন, কলকাতা হাইকোর্টে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার তার রয়েছে এবং প্রয়োজনে তাঁকে আইনি সহায়তা দেওয়া হবে। বিচারক দোষী ও তার পক্ষের আইনজীবী, নির্যাতিতার পরিবার এবং সিবিআইয়ের চূড়ান্ত বক্তব্য শোনার পরে এই সাজা ঘোষণা করেন। বিচারক অনির্বাণ দাস বলেন, দোষীকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার যুক্তি হিসাবে অপরাধটি "বিরলের মধ্যে বিরলতম" বিভাগে পড়ে না। মামলার শুনানি চলাকালীন সিবিআই অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের 'মৃত্যুদণ্ড' চেয়েছিল। ওই ধারার শাস্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আদালত অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে বলেন, আপনার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং যেসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলো আগের দিন বলেছি। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় দাবি করেন, তিনি কিছুই করেননি এবং তাঁকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আমি ধর্ষণ বা খুন কিছুই করিনি। আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। আপনারা সব দেখেছেন। আমি নির্দোষ। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় বলেন, ওরা আমাকে যা খুশি সই করতে বাধ্য করেছে। অভিযুক্তদের আইনজীবীর যুক্তি ছিল, মামলাটি 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' হলেও সংস্কারের সুযোগ থাকা উচিত। তিনি বলেন, বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা হলেও সংস্কারের সুযোগ থাকতে হবে। আসামি কেন সংশোধন বা পুনর্বাসনের যোগ্য নয়, তা আদালতকে দেখাতে হবে। পাবলিক প্রসিকিউটরকে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে এবং কেন ব্যক্তি সংস্কারের যোগ্য নয় ও সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা উচিত তার কারণ জানাতে হবে। তবে নিহতের পারিবারিক আইনজীবী বলেন, সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে ফাঁসির সাজা চাই।

জেপিসির বৈঠকে কল্যাণের ভূমিকায় ক্ষোভ সংখ্যালঘুদের

আপনজন ডেস্ক: ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে আইটিসি সোনার হোটেলে কমিটির তরফে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে গঠিত সংসদীয় কমিটির সদস্যরা হাজির ছিলেন। হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি থেকে শুরু করে এ রাজ্যের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাদিমুল হকও শামিল ছিলেন। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে রাজ্যের প্রায় ৩৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তাদে মধ্যে অন্যতম হল জামায়াতে ইসলামি হিন্দের রাজ্য শাখা, প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল বা পিআইবি, পিস, বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ প্রভৃতি।

যেহেতু কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই জেপিসির বৈঠক, তাই চেয়ারম্যানের পরিবর্তে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভার সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকতে দেখা যায়। বাংলার সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য জেপিসির সামনে তুলে ধরতে যখনবদ্ধ পরিকর হন, তখন কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছেন বলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। যে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর অন্য রাজ্যের জেপিসি বৈঠকে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, তিনি রাজ্যের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের বক্তব্য তুলে ধরতে বাধা দেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির।

অন্যদিকে, জেপিসি চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল বৈঠক শেষে বলেছেন, জেপিসি গত ৬ মাস ধরে লাগাতার বৈঠক করছে, সারা দেশে সভা করছে। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি আগামী বাজেট অধিবেশনে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। উল্লেখ্য, সংসদের বাজেট অধিবেশন ৩১ জানুয়ারি শুরু হবে এবং ৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

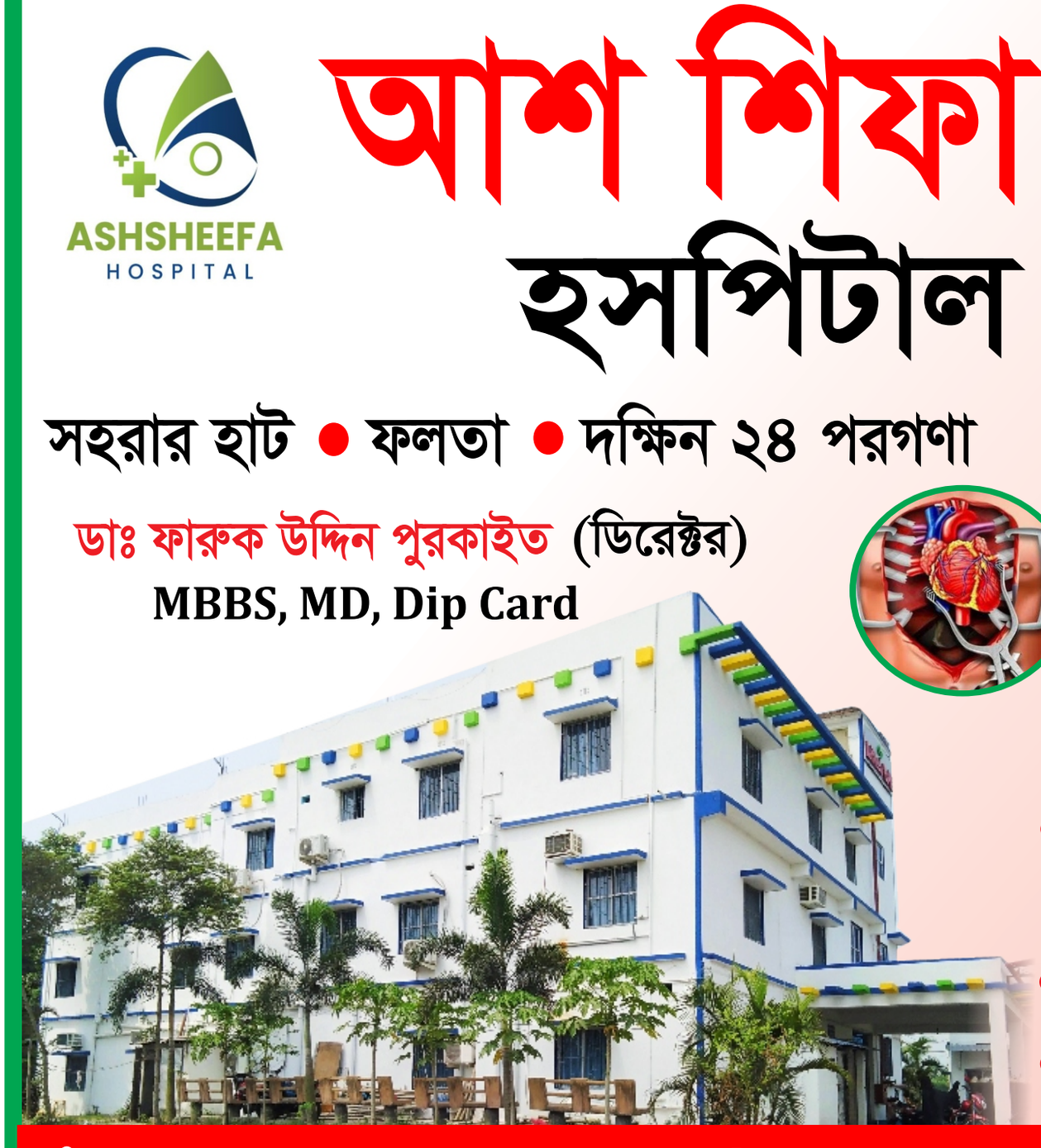

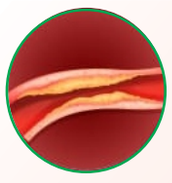

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

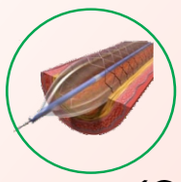

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

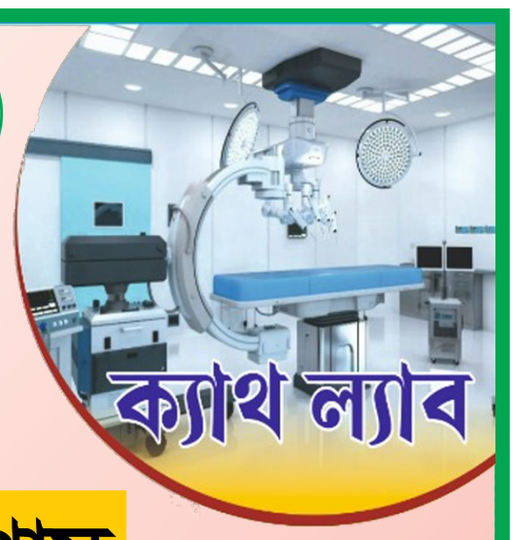

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)

● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।

● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

প্রথম নজর

দুঃসাহসিক চুরি থানা লাগোয়া বাড়িতে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রবিবার ভর সন্ধ্যা নাগাদ বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানা লাগোয়া পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সরোজ কুমার পন্ডিতের বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। বিবরণে জানা যায় যে গতকাল অর্থাৎ রবিবার দুপুরে ডাক্তার সরোজ কুমার পন্ডিত বাড়ীতে তালা দিয়ে সপরিবারে শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে।রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ী ফিরে তালা খুলে দেখেন বাড়ীর ভেতরে দরজা জানালা খোলা অবস্থায় রয়েছে। প্রথমেই হতভম্ব হয়ে পড়েন।পরে দেখেন সীমানা ঘেরা পাঁচিলের ওপরে তারকাঁটা দিয়ে বেড়ার তার কাটা রয়েছে। বাড়ীর পিছনের জানালার কপাট ভেঙে এবং গ্রিল কেটে চোরেরা বাড়ীর ভেতরে ঢোকেছে। অন্যরুমে দেখতে পান আলমারি ভেঙে জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে।

বোলপুর থেকে বর্ধমান বাস পরিষেবা চালু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সোমবার বোলপুর থেকে বর্ধমান যাবার দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস পরিষেবা চালু হল। বোলপুর বাসীর জন্য সুখবর যে এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ার জন্য। কারণ বর্ধমান যাওয়ার জন্য অনেক সময় ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তাই এই বাস পরিষেবা বোলপুর বাসীদের বর্ধমান যাতায়াতের জন্য অনেক সুবিধা হবে এবং অনেকে উপকৃত হবেন। কারণ এই বাসটি সকাল ছটায় বোলপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়বে বর্ধমান যাওয়ার জন্য আবার বর্ধমান থেকে আসার জন্য বর্ধমানে দুপুর ১: ৪৫ ছাড়বে বোলপুর আসার জন্য। এদিন বোলপুর জামবুনি বাসস্ট্যান্ডের সামনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া, বোলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমর শেখ, দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার আধিকারিকরা ও বোলপুরে কাউন্সিলররা।

‘নিঃশর্ত মুক্তি’ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানাবেন সঞ্জয় রায়

আপনজন ডেস্ক: এবার নিজের মুক্তি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। তাকে বেকসুর খালাস করা হোক এই আবেদন হাইকোর্টে জানাবেন তার আইনজীবী। সোমবার বিকেলে একথা জানান সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী সেঁজুতি চক্রবর্তী। শিয়ালদহ আদালতের রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর তারা আইনজীবী হাইকোর্টের শরণাপন্ন হবেন। কারণ কোন অভিযুক্ত নিম্ন আদালতে দোষী প্রমাণিত হলেও উচ্চ আদালতে আবেদন করার অধিকার রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুন করার ঘটনায় শনিবার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে শিয়ালদহ আদালত। সোমবার তার শাস্তি ঘোষণা করেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস। এরপরই সঞ্জয় রায়ের আইনজীবী সিদ্ধান্ত নেন এই নিম্ন আদালতের রায় কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা হাইকোর্টে নিঃশর্ত মুক্তির আবেদন জানাবেন। সঞ্জয় রায়ের হয়ে নিম্ন আদালতে সওয়াল করে সাবমিশন দিয়েছিলেন তার আইনজীবী। কারণ তার আইনজীবীর মতে সঞ্জয় কে দোষী প্রমাণিত করা নিয়ে এখনও বেশ কিছু গভীর সংশয় রয়েছে। যা স্পষ্ট হয়নি। সেই বিষয়গুলো তিনি হাইকোর্টে আবেদনে তুলে ধরবেন। তার মক্কেল সংশোধনাগারে রয়েছেন। মানুষকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই কারাগারে পাঠানো হয়, সেই সুযোগ তার মক্কেলের পাওয়া উচিত আর সেই জন্যই তিনি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

বাসন্তীতে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

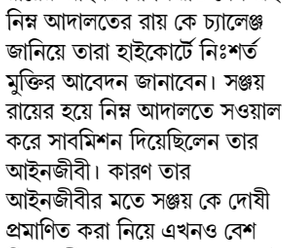

আপনজন: সোমবার বিকালে ধান চাষের মাঠ থেকে বছর ১৪ বয়সের এক নাবালিকা ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত ছাত্রী অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো।ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর চুনাখালি এলাকায়।অভিযোগ ঘটনা ধামা চাপা দিতে ওই ছাত্রী কে ধর্ষণের পর খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে।বাসন্তী থানার পুলিশ দেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে গত ১২ দিন আগে সন্ধ্যের সময় আচমকা ওই নাবালিকা ছাত্রী বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সোমবার বিকালে ওই ছাত্রীর বাড়ির অদুরে একটি ধান জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে হাল চষার কাজ চলছিল। সেই সময় মাঠের মধ্যে ওই ছাত্রীর হাত দেখতে পায়। ভয়ে পালিয়ে যায় ট্রাক্টর চালক। খবর দেয় এলাকায়। এলাকার লোকজন খবর পেয়ে হাজীর হয় ধানক্ষেতে। সেখানে তারা দেখতে পায় একটি মানুষের হাত। খবর দেওয়া হয় বাসন্তী থানায়। বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজীর হয়ে মাটি খুঁড়ে দেহ উদ্ধার করে।স্থানীয়রা দেহটি শনাক্ত করেন। জানা যায় দেহটি নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণীর ওই নাবালিকা ছাত্রীর। ঘটনার কথা চাউর হতেই লোকজন ভিড় জমায়।বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য।

অন্যদিকে পুলিশের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে পরিবারের লোকজনদের দাবী, বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাসন্তী থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পুলিশ উদ্যোগ গ্রহণ করলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারতো না। পরিবারের আরো দাবী, নিখোঁজ ছাত্রী কে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে। ঘটনা যাতে জানাজানি না হয় প্রমাণ লোপাটের জন্য খুন করে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা।

ফাঁসিরঘাটে সেতুর দাবিতে কমল গুহর জন্মদিনে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা সহ মাথাভাঙ্গার, শিতলকুচি, মেখলিগঞ্জের লক্ষ লক্ষ মানুষ কোচবিহার শহরে প্রবেশের জন্য শুকটাবাড়ী সন্নিকটে তোর্ষা নদীর ফাঁসিরঘাটে সেতু নির্মাণের দাবি সাধারণ মানুষের। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই সেতু নির্মানে রাজ্য সরকারের তরফে কোন উদ্যোগ না নেয়ার অভিযোগ। উল্লেখ্য, এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন।

বাম আমলের মন্ত্রী কমল গুহর তোর্সা নদীর হরিণচওড়া এলাকায় রেল সেতুর পাশে তোর্সা সড়ক সেতু নির্মাণের আন্দলনের ফলে তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকারের পূর্ত ও সড়ক দপ্তর তোর্সা সেতু নির্মান করে। কোচবিহার দক্ষিনের এবং মাথাভাঙ্গা, শিতলকুচি, মেখলিগঞ্জ ও চ্যাঙড়াবান্দার লক্ষ লক্ষ মানুষের যাতায়াতের স্বার্থে তোর্সার ফাঁসিররঘাটে সড়ক সেতু নির্মান করা জরুরি প্রয়োজন বলে দাবি সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহার জেলা কমিটির।

এই দাবিতে কমল গুহর জন্মদিনে ২০শে জানুয়ারী ২০২৫ সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহার জেলা কমিটি ফাঁসিরঘাট এলাকার ১৮ নং ওয়ার্ডে অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সম্পন্ন করে । অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে দুপুর দুইটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েক বারের প্রাক্তন বিধায়ক অক্ষয় ঠাকুর সহ দলের জেলা কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অক্ষয় ঠাকুর বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা আন্দোলন করছি। ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর দাবিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থান বিক্ষোভ অবস্থানকে ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির সম্পাদক আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী সমর্থনের কথা জানান।

ভরসা রাখবেন, ওবিসি সমস্যা নিরসনে আমরা সাধ্যমত করছি ও করব: মুখ্যমন্ত্রী

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে জেলার তিনটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ের পর প্রথম প্রশাসনিক সভা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুর্শিদাবাদ শহরে তথা লালবাগ শহরের নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে প্রশাসনিক সভা ও সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৩৮৪.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১১ টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ১৫০.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৬ টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৫০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া মুর্শিদাবাদ পুরসভার জল প্রকল্পের উদ্বোধন একটি। পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর হাতে জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হলো। প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ মঙ্গলবার থেকেই শুরু করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একসময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী এই মুর্শিদাবাদ শহর, তাই এই শহরে প্রশাসনিক সভা করতে চেয়েছিলাম আমি।" জেলার একমাত্র সরকারি বিদ্যালয় নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশনের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ২৫ লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি।

অন্যদিকে গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন ইস্যুতে কেন্দ্রকে তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, "আমি জানি গঙ্গা ভাঙন একটি বড় সমস্যা। ঘরবাড়ি, মন্দির, মসজিদ, রাস্তা সবই তলিয়ে যায়। আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাঙন রোধে একটা প্রকল্প ছিল কিন্তু এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন রোধে ৬২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর আগেও রাজ্য সরকার ৪০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমি একাধিকবার চিঠি লিখেছি কিন্তু তারা কোন পাত্তাই দিচ্ছে না। নির্বাচনের সময় হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি করতে আসে, হিংসা-বৈষম্য করতে আসে কিন্তু যখন ভাঙনে ঘরবাড়ি, মন্দির, মসজিদ ভেঙে যায় তখন তাকিয়েও দেখেন না।" ওবিসি নিয়ে তিনি বলেন, "ওবিসি দের জন্য মেধাশ্রী প্রকল্প করেছি, কিন্তু আদালতের রায়ে তা বন্ধ হয়ে আছে কিছুদিনের জন্য। আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। এর জন্য নিয়োগপ্রক্রিয়াও বন্ধ আছে, পড়াশোনা থমকে গিয়েছে। ভরসা রাখবেন, ওবিসি সমস্যা নিরসনে আমরা আমাদের সাধ্যমত করছি, করব।"

"মুর্শিদাবাদ জেলায় পানীয় জলের জন্য ৭৩৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আরো ১৬ লক্ষ ৭৮ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে" বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে মমতা বলেন, "বিড়ি শ্রমিকদের জন্য জায়গা দেখে ভালো হাসপাতাল করতে চাই।" মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "যেমন ২৬ হাজার শিক্ষককে একতরফা বাতিল করা হয়েছে। তেমনি ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে হবে, ওবিসি সংরক্ষণ কেড়ে নিতে হবে, এনআরসি চালু করতে হবে, এনপিআর চালু করতে হবে এগুলো বিজেপির কথা। আমি থাকতে এগুলো করতে দেব না। কোনোদিনই দেব না।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পুরোহিত-ইমামদের কাছে অনুরোধ, দাঙ্গা যেন না হয়। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ নিয়ে সারাদেশে দাঙ্গা হয়, কিন্তু মুর্শিদাবাদে হয়নি। কাটরা মসজিদের দাঙ্গার কথা মনে আছে, আমি নিজে এসেছিলাম। কয়েকদিন আগে বেলডাঙ্গায় একটি দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়কে আমার ধন্যবাদ। বিশেষ করে প্রশাসনকে। ইমামরাও ভালো ভূমিকা নিয়েছিলেন।"

বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "যারা বিশ্ব নেতা তাদের মানবো? নাকি যারা চুনোপুটি, কি বলছে তাদের মানবো! হিন্দু মুসলিমকে রক্ষা করবে, মুসলিম হিন্দুকে রক্ষা করবে এটাই সম্প্রীতি। কোন একজনের কথা শুনে মানুষ জমায়েত হয়েছিল, তখন ইমাম সাহেব মাইকে বারবার ঘোষণা করেছিলেন, আমি সে কথা শুনেছি।" সীমান্ত ইস্যুতেও কেন্দ্রকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মুর্শিদাবাদে ওপার বাংলার সীমান্ত আছে। সীমান্ত বিএসএফ দেখুক, কারো প্ররোচনায় পা দিয়ে কেউ ওদিকে যাবেন না। বিএসএফ দায়িত্ব নিক নিরাপত্তার। পুলিশকে বলবো প্রয়োজনে মাইকে ঘোষণা করতে হবে। মানুষকে সজাগ করতে হবে।"

সভার শেষ মুহূর্তের বক্তব্যে আবাসের কাটমানি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সরকারি প্রকল্পে এক টাকাও কাউকে দেবেন না। এটি সরকারের টাকা। তাই সেই টাকা নেওয়ার অধিকার কোন গ্রামসভা, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ কারও নেই। যদি কেউ টাকা চাই থানায় গিয়ে অভিযোগ করবেন। আর পুলিশ যদি অভিযোগ না নেয়, তবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে জানাবেন।"

তবে মুর্শিদাবাদ শহরে প্রশাসনিক সভা হওয়া সত্ত্বেও শহরের তথা জেলার পর্যটন মানচিত্রের কোন কথা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসেনি। মুর্শিদাবাদ ডিসট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, "নবাবের শহরে প্রশাসনিক সভা হল অথচ পর্যটন সম্পর্কে একটা 'টু' শব্দ করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। এতে আমরা এক প্রকার হতাশা প্রকাশ করছি। পর্যটন বাড়লে তবেই জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হবে। কিন্তু পর্যটন নিয়ে কোন কথাই মুখ্যমন্ত্রী সভা থেকে বলেননি।"

এদিনের প্রশাসনিক সভা ও সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানকে তৃণমূলের দলীয় সভা বলে একযোগে কটাক্ষ করে কংগ্রেস-সিপিএম ও বিজেপি।

কলকাতায় ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসির বৈঠকে অংশ নিল মুসলিম সংগঠনসহ বিশিষ্টজনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার কলকাতায় আইটিসি সোনার হোটেলের সভাঘরে ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসির বৈঠকে অংশ নিল রাজ্যের মুসলিম সংগঠনসহ বিশিষ্টজনরা। সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রাতক্তন বিচারপতি শহীদুল্লাহ মুন্সী, য়োকফ বোর্ডের সিইও আহাসান আলি, সংখ্যালঘু সচিব পিবি সালিম, সচিব জি এইচ ওবাইদুর রহমান, বিত্ত নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শাকিল আহমেদ প্রমুখ। ওয়াকফ সংশোধনী বিলের যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে তারা তাদের নানান মত তুলে ধরেন। ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ এর বিরোধিতা করে কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের কাছে জামাআতে ইসলামী হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফ থেকে প্রতিনিধিদল এক স্মারকলিপি জমা দেয়। তাতে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের সভাপতি (আমীরে হালকা) ডা. মসিহুর রহমান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু'জন সেক্রেটারি সুজাউদ্দীন আহমেদ ও নজরুল ইসলাম। আমীরে হালকা ডা. মসিহুর রহমান ওয়াকফ বিলের মধ্যে অসংগতি কোথায় কোথায় আছে, তা কমিটির সদস্যদের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মুসলিমকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অথচ ওয়াকফ বিলে এর পরিবর্তন করা হয়েছে।

বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকীও এদিন জেপিসির বৈঠকে অংশ নিয়ে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে তা বাতিল করার আর্জি জানান।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদীয় যৌথ কমিটির সামনে সরব হন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক তথা অল ইন্ডিয়অ মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মুহাম্মদ কামরুজ্জামান।

তিনি আরো বলেন ওয়াকফ সম্পদ মুসলমানদের নিজস্ব সম্পদ। এর উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য ওয়াকফ বোর্ড কাজ করে যাবে, সেখানে কোনোভাবেই জেলা শাসকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যায় না। প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল বা পিআইবির এক প্রতিনিধি দল জেপিসির সামনে বিশেষভাবে সরব হয়। পিআইবির তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন পিআইবির সভাপতি ড. মানাজাত আলী বিশ্বাস, খিদিরপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. শামসুল আলম, প্রাক্তন বিচারক ও প্রাক্তন রাজ্য মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ইন্তাজ আলী শাহ, অধ্যাপক ড. সালেহা বেগম, আইনজীবী, সৈয়দ উজ্জামান, মাসুদ করিম, ডা. মোহাম্মদ তৌহিদুর, কাজী মিজানুর রহমান স্যার, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ। ইন্তাজ আলী শাহ ও শামসুল আলম ওয়াকফ বিল রূপায়িত হলে তার ভায়বহতার কথা তুলে ধরেন। যদিও তাদেরকে খুবই স্বল্প সময় বলতে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এদিনের বৈঠকের সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তবুও তারা জানান, কওমের সম্পদ রক্ষা করার বিষয়ে কোনও আপোস করা সম্ভব নয়। কারণ, নতুন ওয়াকফ বিল অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকার থেকে সংখ্যালঘুরাই বঞ্চিত হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি শুধুমাত্র মুসলিমদের হলেও তাদের নিয়ন্ত্রক ওয়াকফ কমিটিতে কেন অমুসলিম সদস্যদের রাখা হবে সেই প্রশ্ন তোলেন তারা।

এদিন সরকারি মুসলিম চাকরিজীবদের সংগঠন 'পিস'-এর তরফে এক প্রতিনিধি দল জেপিসির বৈঠকে হাজির হয়। তাতে ছিলে তৌহিদ আহমেদ খান, উমর ফারুক প্রমুখ। তারা বিষয়টি নিয়ে জেপিসির সদস্য তথা সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে আরও বেশি সরব হওয়ার আর্জি জানান। এছাড়া বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের ড. জাহান আলি পুরকাইতও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, তরুণ বক্তা ও আইনজীবী ওয়ালি রহমানিও এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন। তবে, মুসলিম মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। পার্পল ফাইন্ডেশনের কর্ণধার তথা মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্যা উজমা আলম, সুবহি আজিজ, শাদাব ফাতেমামশাহিন ইবরার, শাহিন ইকবাল, কামার জাহান প্রমুখ হাজির ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য মুসলিমরাও হাজির ছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রেনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা এক কিশোরীর। সোমবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলের মোড় গ্রাম সংলগ্ন কুমারসান্ডা এলাকায়। জানা গেছে বছর দশেকের ওই কিশোরীর নাম আরিফা খাতুন। বাড়ি মুর্শিদাবাদ বীরভূম জেলা সীমান্তবর্তী সাগরদিঘী থানার বাহননগর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল সাড়ে ৮ টা নাগাদ অজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেসে মোরগ্রাম স্টেশনে ট্রেন ধরে নলহাটি অভিমুখে যাওয়ার সময় নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের কুমারসান্ডা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে একটি ঝোপের মধ্যে পড়ে যায়। এলাকা স্থানীয়রা মাঠের দিকে কৃষি কাজে যাওয়ার সময় ওই ঝোঁপের মধ্যে থেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ওই কিশোরীকে। পরে তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পরিবারকে খবর দিয়ে নিকটবর্তী সাগরদিঘী হাসপাতালে আশঙ্কা জনক অবস্থায় ভর্তি করেন। তবে ওই কিশোরী আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিল নাকি চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ কি? প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ জুবের আলমের উদ্যগে রক্তদান উৎসব,মেধাবী দুঃস্থ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান,শীত বস্ত্র বিতরণ করা হল রঘুদেবপুর অঞ্চলের ষষ্ঠীতলার মাঠে।উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সহ:সভাপতি গৌতম রায়,বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু,হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সহ:সভাপতি আশিক রহমান,রঘুদেবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পল্লব গাঙ্গুলি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এদিনের এই শিবিরে ১০০ জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন।,

মহাশ্বেতা দেবীর স্মরণে দেওয়াল পত্রিকা

অভিজিৎ হাজরা ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: কিংবদন্তি লেখিকা এবং সমাজকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর শততম জন্মজয়ন্তীর স্মরণ অনুষ্ঠানে সাহিত্যপ্রেমী এবং সমাজকর্মীরা একত্রিত হয়েছিলেন হাওড়া জেলার শ্যামপুর ব্লকের ধান্দালি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্তর্গত মাধবপুর গ্রামের লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে। মাধবপুর "মহাশ্বেতা দেবী সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি " দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল মহাশ্বেতা দেবীর অসাধারণ জীবন ও কাজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ "পলাশ প্রিয়া" দেওয়াল পত্রিকার আবরণ উন্মোচন।উন্মোচন করেন বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্য কলা একাডেমির সাধারন সম্পাদক চঞ্চল কুমার মাইতি ।

প্রথম নজর

ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির সময় ‘উপহারের ব্যাগ’ দিল হামাস

ব্রিগেডের লোগো সম্বলিত কাগজের ব্যাগ উপহার দিতে দেখা যায়। মুক্তি পাওয়ার পর তাদের চোখেমুখে আনন্দাশ্রু দেখা গেছে। তাদের বরণ করে নেওয়ার জন্য বহু ইসরায়েলি রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। জিম্মিদের হাসিমুখে সেই ব্যাগগুলো তুলে ধরতে দেখা যায়। উপহারের ব্যাগে জিম্মিদের বন্দি থাকা অবস্থার ছবি, গাজার ছবি, গাজা উপত্যকার একটি মানচিত্রও ও একটি প্রশংসাপত্র ছিল বলে জানা গেছে। প্রতিটি সার্টিফিকে স্বাক্ষরিত এবং ‘মুক্তির সিদ্ধান্ত’ লেখা ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা ও সমালোচনা চলছে। হামাস সমর্থকেরা এ ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ করলেও অনেকে এটিকে ‘নিষ্ঠুরতা’ বলে অভিহিত করেছেন।

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির চুক্তির অংশ হিসেবে তিন নারী জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। মুক্তি দেওয়ার সময় তাদের হাতে ‘উপহারের ব্যাগ’ তুলে দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে এই খবর বলা হয়েছে। গতকাল রবিবার (১৯ জানুয়ারি) গাজার আল-সায়রা স্কয়ারে তাদের রেডক্রসের হাতে তুলে দেন হামাসের যোদ্ধারা। এরপর জিম্মিদের গাজায় অবস্থানরত ইসরায়েলি সেনাদের কাছে নিয়ে যায় রেডক্রস। সেখান থেকে তাদের ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ধারণা করা হচ্ছে, হামাস কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত তিন ইসরায়েলি জিম্মিকে তাদের বন্দীদশার স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত ‘উপহার ব্যাগ’ দেওয়া হয়েছে। হামাস একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে জিম্মি এমিলি দামারি (২৮), রোমি গোনেন (২৪) এবং ডোরন স্টেইনব্রেচার (৩১)-কে একটি গাড়ির জানালা দিয়ে হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসসাম

জাপানে সানফিশের একাকিত্ব দূর করতে অভিনব পদ্ধতি

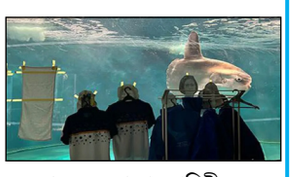

সমস্যার মূল কারণ। পৃথিবীর প্রতিটি মহাসাগরে দেখা যাওয়া সানফিশ জাপানে এক ধরনের খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয়। ধারণা করা হয়, এটি বন্দি অবস্থায় প্রায় ১০ বছর বাঁচতে পারে। তবে এগুলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে অত্যন্ত যত্নের প্রয়োজন হওয়ায় এগুলো সাধারণত অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা হয় না। কাইকয়োকানের সানফিশটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ৩০ কেজি। মাইনিচি শিম্বুনকে কাইকয়োকানের কর্মী মাই কাটো জানান, প্রায় এক বছর আগে অ্যাকোয়ারিয়ামে আনা সানফিশটি ছিল ‘কৌতূহলী’ প্রকৃতির এবং ‘যখন দর্শকরা ট্যাংকের কাছে আসত, তখন এটি তাদের দিকে সাঁতার কাটত’। অ্যাকোয়ারিয়ামটি তাদের এক্স পোস্টে জানিয়েছে, ছবি ও ইউনিফরম স্থাপন করার পরের দিনই মাছটি ‘ভালো অনুভব করতে শুরু করে’ এবং ট্যাংকে তার পাখনা নাড়ানোর দৃশ্য দেখা যায়। পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। অনেকে সানফিশের সঙ্গে তাদের পূর্ববর্তী ভ্রমণের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন, আবার কেউ কেউ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অ্যাকোয়ারিয়ামটি ফের চালু হলে তারা দেখতে যাবেন।

আপনজন ডেস্ক: দর্শকের অভাব অনুভব করছিল একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলী সানফিশ। জাপানের একটি অ্যাকোয়ারিয়াম সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার সময় এ সমস্যা দেখা দেয়, যা সমাধানে ও মাছকে সান্ত্বনা দিতে একটি অপ্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে কর্তৃপক্ষ। জাপানের ইয়ামাগুচি প্রদেশের শিমোনোসেকিতে অবস্থিত কাইকয়োকান অ্যাকোয়ারিয়ামের পোস্ট করা একটি ছবিতে দেখা যায়, সানফিশটি একটি সারিতে সাজানো ইউনিফরমের সঙ্গে সংযুক্ত মানুষের মুখের ছবির সামনে সাঁতার কাটছে। অ্যাকোয়ারিয়াম কর্তৃপক্ষ তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে এ মাসের শুরুতে জানায়, সানফিশটির স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধানে এটি ছিল ‘শেষ উপায়’। কর্মীদের মতে, তার একাকিত্ব থেকেই এ সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল এবং সমাধানটি কার্যকরও হয়েছে। পর দিন অ্যাকোয়ারিয়ামটি এক্সে লিখেছে, মাছটি আবার সুস্থ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। মাইনিচি শিম্বুন পত্রিকার প্রতিবেদনে সোমবার জানানো হয়, ডিসেম্বরে সংস্কারের জন্য অ্যাকোয়ারিয়াম বন্ধ হওয়ার পর সানফিশটি জেলিফিশ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ট্যাংকের গায়ে তার শরীর ঘষতে শুরু করে। শুরুর দিকে কিছু কর্মী ধারণা করেছিলেন, মাছটি পরজীবী বা হজমজনিত সমস্যার শিকার। তবে তাদের একজন ধারণা দেন, দর্শকশূন্য ট্যাংকে একাকিত্বই হয়তো এ

ওমানে বাধ্যতামূলক হবে বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল পরীক্ষা

আপনজন ডেস্ক: বিয়ের আগে মেডিক্যাল পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইন করতে যাচ্ছে ওমান সরকার। ২০২৬ সাল থেকে বিষয়টি বাধ্যতামূলক হচ্ছে। আইন করার আগে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া এবং বেটা-থ্যালাসেমিয়াসহ বংশগত রক্ত রোগের বৃদ্ধি মোকাবেলায় ওমানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আগামী মাসে বিয়েপূর্ব মেডিক্যাল পরীক্ষা প্রচারের জন্য বছরব্যাপী জাতীয়ভাবে প্রচারণা শুরু করবে। এই উদ্যোগ জনস্বাস্থ্য উন্নত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টার অংশ। ১৯৯৯ সাল থেকেই বিয়েপূর্ব স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম বা মেডিক্যাল পরীক্ষা ওমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই প্রগ্রামে মানুষের আগ্রহ বেশ কম। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থাগুলোর মধ্যে একটি, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই প্রচারণার তাৎপর্য সম্পর্কে মাসকট ডেইলির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্মকর্তা বলেন, ‘এই প্রগ্রামটি বেশ কয়েক বছর ধরে চালু থাকলেও খুব অল্প মানুষই এই সেবা নিয়েছে। ওমানে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহের হার বেশি, তাই আমাদের সমাজে বংশগত রক্তের ব্যাধি বাড়ার একটি প্রধান কারণ।’ পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে প্রায় ৭ শতাংশ শিশু বংশগত রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ওমানে এই হার ৯-১০ শতাংশ। এ জন্য ওমানে রক্তসম্পর্কিত বিবাহ প্রচলনের বিষয়টিকে কারণ বলে মনে করা হয়। এ বিষয়ে প্রচারণার মূল লক্ষ্য বিবাহপূর্ব মেডিক্যাল পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে বেশিসংখ্যক মানুষকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। অন্যান্য দেশের মতো ওমানেও বিয়ের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন, এ রকম স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা কম। এ সম্পর্কে প্রচলিত মেডিক্যাল প্রগ্রাম নিয়ে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। আবার এ প্রজন্মের অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন, তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে তাদের অনেকের মধ্যেই কিছুটা লজ্জা ও ভয় কাজ করে, তাই জেনেও এড়িয়ে যান। ওমানের মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, বংশগত রোগের প্রকোপ হ্রাস পেলে শুধু জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে না, বরং স্বাস্থ্যসেবা সম্পদের ওপর চাপও কমাবে। এ ছাড়া বৃহত্তরভাবে ওমানি সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে।

জার্মান নির্বাচন : ৩০-৪০ লাখ প্রবাসীর জন্য জটিল ভোটপ্রক্রিয়া

নির্বাচনী এলাকার যেকোনো একটির ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন করাতে হবে। সাধারণত জার্মানিতে সেই ব্যক্তির সর্বশেষ আবাসস্থলকেই নির্বাচনী এলাকা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু কিছু দেশ এটি ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। যেমন, ২০২৩ সালের মে মাসে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফা ভোটে জার্মানিতে প্রায় ১৫ লাখ তুর্কি নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল। তারা জার্মানির কনস্যুলেটসহ ১৭টি ভিন্ন স্থানে ভোট দিতে পেরেছিলেন। বুন্ডেসটাগ নির্বাচনে এটি সম্ভব নয়। ভাগনার বলেন, ‘জার্মানিতে শুধু দূতাবাসে ভোট দেওয়ার কোনো বিধান নেই। আমাদের নির্বাচনীব্যবস্থায় এটি নেই।’ কিন্তু এখন জার্মানির নির্বাচনী এলাকায় শুধু একটি ই-মেইল পাঠিয়েই নথিপত্র পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা সম্ভব। এটি অবশ্য একটি আনুমানিক সংখ্যা। ভাগনার বলেছেন, ‘বিদেশে নিবন্ধনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তাই আমরা শুধু কতজন জার্মান বিদেশে আছেন এবং তাদের মধ্যে কতজন ভোট দেওয়ার যোগ্য, তা অনুমান করতে পারি। আমরা ধরে নিচ্ছি, এই সংখ্যা মোট ৩০ থেকে ৪০ লাখ।’ আরো অনেক জার্মান বিদেশে থাকেন, কিন্তু তাদের সবাই ভোট দেওয়ার অধিকারী নন। জার্মানিতে শুধু নাগরিক হলেই ভোট দেওয়া যায় না। ১৪তম জন্মদিনের পর অন্তত তিন মাস টানা জার্মানিতে অবস্থান করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও বাড়তি নিয়ম রয়েছে। যেমন জার্মানিতে বসবাসের সময়কাল টানা ২৫ বছরের বেশি হলে চলবে না। অর্থাৎ যেসব জার্মান শুধু মাঝেমধ্যে জার্মানিতে অল্প সময়ের জন্য এসেছেন, তাদের অনেকেই ভোট দেওয়ার যোগ্য নন। যাদের জার্মান পাসপোর্ট আছে, কিন্তু কখনো জার্মানিতে আসেননি, তারাও ভোট দিতে পারবেন না। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন, তিনি বা তারা ‘ব্যক্তিগতভাবে ও সরাসরি জার্মানির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত এবং এর দ্বারা প্রভাবিত’, তাহলে তাদের ভোটাধিকার থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, যারা জার্মানিতে কাজ করেন বা এমন জার্মান কম্পানিতে শেয়ার রয়েছে, যেটিতে অনেক লোক কাজ করেন। শুনে নিশ্চয়ই প্রক্রিয়াটি অনেক জটিল মনে হচ্ছে। সম্ভবত এ কারণেই ২০২১ সালের বুন্ডেসটাগ নির্বাচনে প্রবাসী ৩০-৪০ লাখ ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন মাত্র এক লাখ ৩০ হাজার জার্মান। তাদের বেশির ভাগই ইইউভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাজ্য বা তুরস্কের মতো অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে বসবাসরত ছিলেন।

মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খুলে দিতে তালিবানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: আফগান মেয়েদের জন্য স্কুল খুলে দেওয়ার জন্য তালিবানের ভারপ্রাপ্ত উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এটি এমন একটি নীতি যা তীব্র নিন্দার মুখোমুখি হয়েছে এবং তালিবান শাসকদের আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। শের মোহাম্মদ আব্বাস স্তানেকজাই ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের আগে দোহায় তালিবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আলোচকদের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। স্তানেকজাই এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘নারী ও মেয়েদের শিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ ইসলামি শরিয়া আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। স্থানীয় সম্প্রচারক টোলো অনুসারে তিনি তালিবানের নাম উল্লেখ বলেন, ‘নারীদের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার জন্য ইসলামিক আমিরাতের (আফগানিস্তান) নেতাদের কাছে অনুরোধ করছি।’ আব্বাস স্তানেকজাই আরো বলেন, ‘নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে জ্ঞানের দরজা পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত ছিল।’ তিনি আফগানিস্তানের নারী জনসংখ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘আজ চল্লিশ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে, আমরা বিশ মিলিয়ন মানুষের ওপর অবিচার করছি।’ তালিবান সূত্র এবং কূটনীতিকরা পূর্বে রয়টার্সকে জানিয়েছেন, অভ্যন্তরীণ কিছু মতবিরোধ সত্ত্বেও সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা নারীদের শিক্ষা বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তালিবানরা বলেছে, তারা ইসলামী আইন এবং আফগান সংস্কৃতিতে নারীর অধিকারকে সম্মান করে। ২০২২ সালে মেয়েদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় খোলার প্রতিশ্রুতি থেকে তালিবানরা সরে এসেছে এবং তখন থেকেই তারা বলে আসছে, স্কুলগুলো পুনরায় খোলার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে, কিন্তু কোনো সময়সীমা দেয়নি। ২০২২ সালের শেষের দিকে তারা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। এই নীতিগুলো আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচনা করেছেন ইসলামি পণ্ডিত এবং পশ্চিমা কূটনীতিকরাও। যতক্ষণ না নারীদের প্রতি তাদের নীতিতে পরিবর্তন আসে, তারা তালিবানদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে চান না। তালিবান প্রশাসন স্তানেকজাইয়ের মন্তব্যের বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন গাজায় ৬ শতাধিক ত্রাণবাহী ট্রাকের প্রবেশ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়াবহ সামরিক অভিযানে বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির প্রথম দিন প্রবেশ করেছে ৬৩০টির বেশি ত্রাণবাহী ট্রাক। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে গড়ে মাত্র ৪০টির মতো ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশ করতে পেরেছিল। খবর বিবিসির। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ৬৩০টির বেশি ত্রাণবাহী ট্রাক রবিবারই গাজায় প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে কমপক্ষে তিন শ ট্রাক গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলের দিকে গেছে বলে জানিয়েছেন মানবিক বিষয়ক জাতিসংঘ আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল টম ফ্লেচার। তিনি বলেন, নষ্ট করার মতো কোনো সময় আমাদের হাতে নেই। কারণ গাজা খাদ্যের জন্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী দৈনিক ছয় শ ট্রাক ত্রাণ নিয়ে গাজা উপত্যকায় প্রবেশ করবে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে নজিরবিহীন এক হামলা চালান গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা। হামলায় নিহত হয় এক হাজার ২০০। এর পাশাপাশি ২৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে গাজায় নিয়ে যান হামাসের যোদ্ধারা। সেই হামলার জবাব দিতে এবং জিম্মিদের উদ্ধারে ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। ১৫ মাসের সেই ভয়াবহ অভিযানে গাজায় নিহত হয়েছে ৪৬ হাজার ৯১৩ জন ফিলিস্তিনি এবং আহত হয়েছেন আরো এক লাখ ১০ হাজার ৭০০ জন। এ ছাড়া এখনো নিখোঁজ রয়েছে অন্তত ১১ হাজার মানুষ। তিন মধ্যস্থতাকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, কাতার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রচেষ্টায় বর্তমানে যুদ্ধবিরতি চলছে গাজায়। রবিবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়েছে এই বিরতি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের অভিষেকের আগে ইলন মাস্কের সঙ্গে চিনা ভাইস প্রেসিডেন্টের বৈঠক

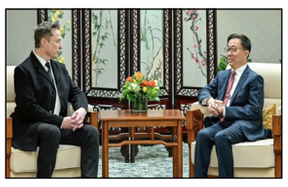

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের আগে বেইজিংয়ের উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বের অংশ হিসেবে ধনকুবের ইলন মাস্কের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং। ওয়াশিংটনে চীনা রাষ্ট্রদূত শি ফেং জানান, বৈঠকে আমেরিকান সংস্থাগুলোকে চীনে স্বাগত জানানো হয়। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। ট্রাম্প প্রশাসনে উদ্যোক্তা বিবেক রামস্বামীর পাশাপাশি ইলন মাস্ক ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সির সহ-প্রধান হিসেবে যোগ দিতে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র সফর শুরু করে হান ঝেং রোববার নবনির্বাচিত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। দুই পক্ষ দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। হান বলেন, শি জিনপিং ও ট্রাম্প সম্প্রতি ফোনালাপে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সমঝোতায় পৌঁছেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের কৌশলগত নির্দেশনা অনুসরণ করতে, দুই নেতার মধ্যে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ বোঝাপড়া বাস্তবায়ন এবং চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের স্থিতিশীল, সুস্থ ও টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক চীন। ট্রাম্প ও শি গত সপ্তাহে টেলিফোনে কথা বলেন। ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর এটি ছিল দু’জনের মধ্যে দ্বিতীয় ফোনালাপ। চীনা রাষ্ট্রদূতের মতে, হান মার্কিন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সাক্ষাত করেছেন। তিনি বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপক অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে এবং সহযোগিতার বিশাল জায়গা রয়েছে। চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের শুভ সূচনা ও স্থিতিশীল উন্নয়ন দুই দেশের জনগণের সাধারণ কল্যাণ সাধন করবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অভিন্ন প্রত্যাশা পূরণ করবে। চীনা ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, মার্কিন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সবসময়ই চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে সমর্থন করে আসছে। ব্যবসায়ীরা চীন-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং চীনের সংস্কার ও উন্মুক্তকরণে অংশ নিয়েছে, প্রত্যক্ষ করেছে, অবদান রেখেছে এবং উপকৃত হয়েছে। চীন সংস্কার ও উন্মুক্তকরণকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নেবে এবং ব্যবসার পরিবেশকে অনুকূল করে তুলবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২১মি.

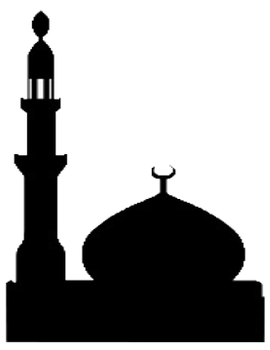

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৫	৬.১৮
যোহর	১১.৫৩	
আসর	১০	
মাগরিব	৫.২১	
এশা	৬.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৮	

সার্বিয়ায় নার্সিং হোমে আগুন, নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের বাইরে একটি নার্সিং হোমে অগ্নিকাণ্ডে ৮ জন নিহত ও সাত জন আহত হয়েছেন। সোমবার (২০ জানুয়ারি) সার্বিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আরটিএস এ খবর জানিয়েছে। সরকারের জরুরি পরিস্থিতি বিভাগের প্রধান লুকা কজভিচের বরাত দিয়ে আরটিএস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৩টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হওয়ার সময় ভবনে ৩০ জন লোক ছিলেন।

একজন ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে ৩০ জন ফিলিস্তিনির মুক্তি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। হামাস জানিয়েছে, প্রতি একজন ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগার থেকে ৩০ জন করে ফিলিস্তিনি বন্দি মুক্তি পাবে। সেই হিসাবে প্রথম দফায় তিন ইসরায়েলি জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ৯০ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ফিলিস্তিনের সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা খালিদা জাররারও আছেন। যুদ্ধবিরতি শুরুর পর হামাস তিন জিম্মিকে গাজায় রেড ক্রসের কাছে হস্তান্তরের পর তাদের ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরা হলেন– ৩১ বছর বয়সী ডরন স্টেইনব্রেচার, ২৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ ইসরায়েলি দ্বৈত নাগরিক এমিলি ডামারি এবং ২৪ বছর বয়সী রমি গোনেন। তবে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের আনন্দ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে, কারণ তাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যে ৯০ জন ফিলিস্তিনি ফিরে এসেছেন, তাদের মধ্যে ৬৯ জন নারী ও ২১ জন তরুণ বয়সী ছেলে। হামাস জানিয়েছে মুক্তিপ্রাপ্তরা পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমের। তাদের পশ্চিম তীরে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি প্রিজন সার্ভিস।

কলম্বিয়ায় বিদ্রোহীদের সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০ জনে

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়ায় মাদক চোরাচালানের গুরুত্বপূর্ণ এক অঞ্চলে বিদ্রোহী দুই গোষ্ঠীর মধ্যকার বিবাদজনিত সহিংসতায় ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া অপহৃত হয়েছে ৩২ জন, ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়েছে কয়েকশ লোককে। কলম্বিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইভান ভেলাস্কেজ গতকাল রবিবার বলেছেন, ‘কাটাটুম্বোতে বামপন্থি ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইএলএন) ও এখন নিষ্ক্রিয় রেভ্যুলেশনারি আর্মড ফোর্সেস অব কলম্বিয়ার (ফার্ক) একটি অংশের মধ্যে বিরোধের কারণে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বহু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সহিংসতায় ৮০ জন নিহত হয়েছে।’ সাম্প্রতিক বছরের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এই সহিংসতার কারণে গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো ইএলএন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি আলোচনা স্থগিত করেন।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৬ মাঘ ১৪৩১, ১৯ রজব ১৪৪৬ হিজরি

ইতিহাস গড়লেন ট্রাম্প

প্রথমবার জিতিয়া, দ্বিতীয়বার পরাজিত হইয়া এবং তৃতীয়বার আসিয়া ভূমিধস বিজয় অর্জন করিয়া আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাস তৈরি করিয়াছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকাল অনেকের মতে এক নতুন যুগের সূচনা। এই সময়কালে তাহার প্রশাসনের নীতি ও কার্যক্রমে যেসকল পরিবর্তন সম্ভাব্য, তাহা যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী গভীর প্রভাব ফেলিতে পারে। প্রথম মেয়াদেই ট্রাম্প 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির মাধ্যমে বাণিজ্য চুক্তি, অভিবাসন নীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদেও তিনি এই নীতির অনুশীলন আরো শক্তিশালী করিতে পারেন। বিশেষত, অভিবাসন নীতিতে কঠোরতা এবং সীমান্ত নিরাপত্তাসংক্রান্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ তাহার প্রশাসনের অগ্রাধিকার হইতে পারে। পাশাপাশি, ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতিতে চীন এবং অন্যান্য বাণিজ্য অংশীদারদের সহিত সম্পর্ক আরো কঠোর হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হইতে পারে, যদিও বৈশ্বিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জটিলতায় পড়িতে পারে।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে তাহার গণমাধ্যম এবং সংস্থাসমূহের প্রতি অসন্তোষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি ইহা আরো প্রসারিত করিতে পারেন, যাহা প্রশাসনিক কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলিতে সক্ষম। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ বা তাহাদের নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হইতে পারে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিতে পরিবেশগত নিয়ম শিথিল করিবার মাধ্যমে শিল্প ও জ্বালানি উত্পাদনকে প্রাধান্য দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যাটো এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাব এই মেয়াদে আরো বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সংকট তৈয়ার করিতে পারে। একইসঙ্গে, সুপ্রিম কোর্ট ও ফেডারেল কোর্টে রক্ষণশীল বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করিবার সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। তাহার সমর্থকেরা মনে করেন যে, দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প আরো কার্যকরভাবে আমেরিকার অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু সমালোচকেরা শঙ্কিত যে, এই নীতিসমূহ সমাজে বিভাজন গভীর করিবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস করিবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকাল সত্যিই যদি একটি নতুন যুগের সূচনা হয়, তাহা হইলে ইহার প্রভাব হইবে বহুমুখী। স্বাভাবিকভাবেই আমরা অনুধাবন করিতে পারি যে, এই মেয়াদকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর গভীর ছাপ ফেলিবে। সুতরাং আজি হইতে শুরু হইল ট্রাম্প-বিস্ময়যুগ। 'বিস্ময়' অনেক কারণেই। প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাহার প্রথমবারের বিজয়ের মতো এইবারেও জয় পাওয়াটাই ছিল বিস্ময়কর। অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর লেবাস হইতে প্রথমবার ২০১৭ সালে তিনি রাজনীতির শাঁখের করাতের ওপর আসীন হন। অতঃপর তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া ২০২৪ সালে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলেন। মধ্যিখানে তিনি ২০২০ সালে পরাজিত হইয়াও তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। আর দশজন রাজনীতিকের মতো নহেন তিনি। তিনি তাহার সমস্ত শরীরীভাষা ব্যবহার করিয়া ইতিপূর্বে নানানভাবে বলিয়াছেন–অভিবাসনের কারণে আগামী দুই যুগের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক হইবে অশ্বেতাঙ্গ। আমেরিকা যতোই অভিবাসীদের দেশ হউক, শ্বেতাঙ্গদের মনে নিজভূমে পরবাসী হইবার ভয় কৃতিত্বের সহিত উসকাইয়া দেওয়াটা হইল–'ট্রাম্পইজম'। তীব্র জাতীয়তাবাদীদের নিকট এই 'ট্রাম্পইজম' হইয়া ওঠে মধুর বাঁশির সুরের মূর্ছনা। মনে করা হইয়াছিল–গত ৫ নভেম্বর ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের ভোটের 'সুনামি'তে ট্রাম্প ভাসিয়া যাইবেন খড়কুটার মতো। অথচ ঘটিল কি না 'ট্রাম্প-টর্নেডো'! তিনি ভূমিধস বিজয় অর্জন করিলেন!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকাল সত্যিই একটি নতুন যুগের সূচনা করিতেছে কি না–তাহা সময়ই বলিয়া দিবে। ভূ-রাজনীতির তরণি কোন ঘাট হইতে কোথায় ভিড়িবে–আমরা বলিতে পারি না। কেবল বলিতে পারি–ট্রাম্পীয় স্টাইল আর কাহারো সহিত মিলে না। অভিনন্দন গ্রহণ করুন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জন ট্রাম্প।

• • • • • • • • • • • • •

নতুন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কদর যেভাবে বাড়ছে ভারতে

অভিন্ন বা একীভূত হিন্দু-মুসলিম সমাজের ধারণা ভীষণ জটিল ও প্রবল সমস্যাযুক্ত। ভারতীয় সম্প্রদায়গুলো খুবই বৈচিত্র্যময়। তাই তাদের নিবিড়ভাবে বিভক্ত, প্রতিযোগিতাময় ও রাজনৈতিক সুবিধাভোগীতে পরিণত করা অসম্ভব। ফলে প্রতিনিধিত্বশীলতার ধারণাও জটিলতর হয়ে যায়, কে বা কারা হিন্দু বা মুসলমানদের অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করবে–এসব সমঝোতায়? দ্বিতীয়ত ও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলামের ধর্মীয় উপসানার স্থান হিসেবে সক্রিয় মসজিদগুলোর আইনি বৈধতা নিয়ে নতুনভাবে বিতর্ককে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না। কেননা, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানরা কেউই এ বিষয়ে কখনোই জড়িত ছিল না, নেইও। লিখেছেন **হিলাল আহমেদ...**

ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ঐতিহ্য বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, যা চিন্তার উদ্রেক করে বৈকি। উত্তর প্রদেশের সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ ঘিরে যে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা কোনো মন্দ কাজ নয়। 'সম্ভলে সনাতনী অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। বিতর্কিত কাঠামোকে মসজিদ বলা উচিত নয়। মুসলিম লিগের মানসিকতা দিয়ে ভারত পরিচালিত হবে না।' যোগীর এমন মন্তব্য অবশ্য বিস্ময়কর নয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ হিন্দুত্ববাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। মন্দির-মসজিদ বিরোধকে ঘিরে একটি নতুন রাজনৈতিক ফায়দা তৈরি করে তা থেকে সুবিধা লোটার জন্য সনাতন ধর্মকে অধিকতর উগ্র ও বিস্তৃতভাবে সামনে আনার প্রয়াসটা স্পষ্ট। তবে যোগীর মন্তব্যে কিছু নতুন বিষয় এসেছে। তিনি আসলে ভারতীয়, হিন্দু বা সনাতনী ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাইছেন। আর তা উৎসারিত হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উদীয়মান এক ধারা থেকে, যা ২০১৯ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর থেকে সেভাবে নজরে আসেনি। আদিত্যনাথের এই নতুন ব্যাখ্যা মোটাদাগে চারটি বৈশিষ্ট্যে বিন্যস্ত। প্রথমটি হলো নামকরণ বা পুনর্নামকরণ। একটি বিতর্কিত বা বিরোধপূর্ণ কাঠামোকে মসজিদ হিসেবে অভিহিত না করার দাবিটি আমাদের বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কের দ্বিতীয় পর্যায়টিকে মনে করিয়ে দেয়। ১৯৮৯ সালে শিলান্যাসের পর হিন্দুত্ববাদী দলগুলো বাবরি মসজিদকে বাবরি কাঠামো বা বিরোধপূর্ণ কাঠামো (কখনো বিতর্কিত আরব কাঠামো) হিসেবে অভিহিত করা শুরু করে। লাল কৃষ্ণ আদভানিসহ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শীর্ষ নেতারা এটা পরিষ্কার করে দেন যে যেহেতু অযোধ্যার ধ্বংস করে দেওয়া একটি মন্দিরের স্থানের ওপর সব সময়ই একটি কাঠামো ছিল, সেহেতু ওটাকে মসজিদ বলে অভিহিত করা যায় না। আদিত্যনাথ একই যুক্তির আশ্রয় নিলেও এর পরিধিকে অনেক বাড়িয়েছেন। তাই শুধু সম্ভল মসজিদের ওপরই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না রেখে মন্দির-মসজিদ বিরোধকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন ক্রমান্বয়ে যেকোনো অহিন্দু উপসানালয়কে বিতর্কিত করে তোলা যায়। বিরোধপূর্ণ কাঠামো অভিধাটির মাধ্যমে যেকোনো ঐতিহাসিক স্থাপনা বা স্থাপত্যকর্ম বিশেষত ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানগুলোকে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ হয়ে থাকার প্রতিষ্ঠিত পথটিকে অস্থিতিশীল করে তোলার প্রয়াসেই চর্চিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো স্থান বনাম কাঠামোর বিষয়টি সামনে আনা। এটিও বাবরি মসজিদ-রামমন্দির বিরোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। যে জমিতে একদা মসজিদ ছিল, সে জমি কালক্রমে তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। তিনটি প্রধান বিরোধী পক্ষই জমি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল, যেখানে কাঠামোর আর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। অথচ ১৯৯২ সালে করসেবকেরা এ কাঠামোই অবৈধভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ২০১৯ সালে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়, বাবরি মসজিদের কাঠামোটির একটি নিজস্ব গুরুত্ব ছিল। সে কারণেই মসজিদটি ধ্বংস করাকে একটি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং মুসলমানদের জন্য পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করা হয় নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য।

তবে স্থান ও কাঠামোর মধ্যকার আইনি পার্থক্য নতুন ধরনের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পথ খুলে দেয়। ইদানীং ঐতিহাসিক মসজিদগুলো ঘিরে যে বিরোধ-বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা শুধু এই অভিযোগে নয় যে মুসলিম শাসকেরা পবিত্র মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বরং এ জন্য যে পুণ্যস্থানে বা পবিত্র জমিতে এসব মসজিদ নির্মিত হয়েছে হিন্দুত্বকে হেয় করার জন্য। আদিত্যনাথ এই ভূমিকেন্দ্রিক জল্পনার ওপর দাঁড়িয়ে যুক্তি দিচ্ছেন যে সনাতনীদের নির্মিত যেকোনো ঐতিহ্য (কাঠামো, স্থাপত্য বা ভবন) অনিবার্যভাবে হিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর তাই মসজিদের কাঠামো অগ্রহণযোগ্য বা বহিরাগত বিষয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো হিন্দু ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এটিও সেই অযোধ্যা বিরোধ থেকে উৎসারিত। আদিত্যনাথের দাবি, হিন্দু ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা একটি ন্যায্য দাবি, যা অযোধ্যা মামলার রায়ে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রচলিত হিন্দুত্ববাদী দাবিকে খানিকটা সংশোধন ও পরিবর্তন করেছেন। প্রচলিত দাবি হলো অযোধ্যার বাবরি মসজিদ, বেনারসের জ্ঞানবাপি মসজিদ ও মথুরার শাহি ঈদগাহর জমিগুলো অবশ্যই হিন্দুদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তা পুরোপুরি ধর্মীয় কারণে। আদিত্যনাথ এ ক্ষেত্রে হিন্দু ঐতিহ্যের বৃহত্তর ধারণাকে সামনে নিয়ে এসে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিকে রাজনৈতিকভাবে টেকসই ও বাস্তবে চলমান প্রক্রিয়ায় রূপ দিতে চান। সক্রিয় উপাসনার স্থানগুলোকে যদি হিন্দু-মুসলিম আইনি বিরোধে রূপান্তর করা যায়, তাহলে একটি অবিরত প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি তৈরি করা সম্ভব হবে। সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ তারই একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এটা তো একটি সক্রিয় উপাসনার স্থান, যেখানে মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী ধরে নিয়মিত নামাজ আদায় করে আসছেন। আবার মসজিদটি ভারতের একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া দ্বারা স্বীকৃত ও সুরক্ষিত।

এখন একে বিরোধপূর্ণ স্থান হিসেবে দাঁড় করাতে পারলে শুধু আদালতেই মামলা চালানো সম্ভব হবে না, বরং এই শহরে অধিবাসী ও প্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বসবাসকারীদের সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করবে।

চতুর্থ বা শেষ বৈশিষ্ট্যটি হলো মন্দির-মসজিদ বিরোধের অভিনব নিষ্পত্তি। আদিত্যনাথ 'মুসলিম সমাজের' প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তাদের উচিত বিতর্কিত সব মসজিদ ও মাজার-দরগাহকে 'হিন্দু সমাজের' কাছে ফিরিয়ে দিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়তা করা। এটি অবশ্য নতুন কোনো দাবি নয়। অতীতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তির যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, সেখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে হিন্দু ও মুসলমানদের উচিত একত্রে বসে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা। তবে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রয়াসের কল্পনায় দুটি বড় সমস্যা আছে।

প্রথমত, অভিন্ন বা একীভূত হিন্দু-মুসলিম সমাজের ধারণা ভীষণ জটিল ও প্রবল সমস্যাযুক্ত। ভারতীয় সম্প্রদায়গুলো খুবই বৈচিত্র্যময়। তাই তাদের নিবিড়ভাবে বিভক্ত, প্রতিযোগিতাময় ও রাজনৈতিক সুবিধাভোগীতে পরিণত করা অসম্ভব। ফলে প্রতিনিধিত্বশীলতার ধারণাও জটিলতর হয়ে যায়, কে বা কারা হিন্দু বা মুসলমানদের অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করবে–এসব সমঝোতায়? দ্বিতীয়ত ও সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইসলামের ধর্মীয় উপসানার স্থান হিসেবে সক্রিয় মসজিদগুলোর আইনি বৈধতা নিয়ে নতুনভাবে বিতর্ককে সাম্প্রদায়িক বিরোধ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না। কেননা, সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানরা কেউই এ বিষয়ে কখনোই জড়িত ছিল না, নেইও। সুতরাং নবকল্পিত হিন্দু ঐতিহ্যের বিষয়টি এক আকর্ষণীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেচনায় রূপ নিতে যাচ্ছে, যা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘাতের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো স্থান বনাম কাঠামোর বিষয়টি সামনে আনা। এটিও বাবরি মসজিদ-রামমন্দির বিরোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। যে জমিতে একদা মসজিদ ছিল, সে জমি কালক্রমে তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। তিনটি প্রধান বিরোধী পক্ষই জমি নিয়ে আইনি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল, যেখানে কাঠামোর আর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। অথচ ১৯৯২ সালে করসেবকেরা এ কাঠামোই অবৈধভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ২০১৯ সালে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। রায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়, বাবরি মসজিদের কাঠামোটির একটি নিজস্ব গুরুত্ব ছিল। সে কারণেই মসজিদটি ধ্বংস করাকে একটি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং মুসলমানদের জন্য পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করা হয় নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য।

হিলাল আহমেদ নয়াদিল্লির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটিজের (সিএসডিএস) সহযোগী অধ্যাপক।

সৌজন্যে: দ্য টেলিগ্রাফ

এই দফায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাম টানবে কে

সাইমন টিসডাল

মিশেল ওবামা নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠান কেন বর্জন করছেন, তা নিয়ে খুব বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। স্পষ্টতই এই সাবেক ফার্স্ট লেডি ট্রাম্পকে পছন্দ করেন না। কারণ, ট্রাম্প একজন বর্ণবাদী ও নারীবিদ্বেষী। ইউরোপের অনেক মার্কিন মিত্রদেশও যদি পারত, তাহলে ট্রাম্পকে বর্জন করত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আগামী চার বছর তাদের ট্রাম্পকে নিয়েই চলতে হবে।

তবে কথা হলো, সবাই কিন্তু ট্রাম্পকে একইভাবে দেখে না। ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস-এর জরিপে দেখা গেছে, চীন, ভারত, রাশিয়া, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে ট্রাম্পের ফিরে আসাকে স্বাগত জানানো মানুষের সংখ্যা তাঁকে প্রত্যাখ্যানকারীদের চেয়ে বেশি। তার বিপরীতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ট্রাম্পের ফিরে আসাটা রীতিমতো আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে বাস্তব অবস্থার কারণেই মিশেল ওবামার মতো ট্রাম্পকে প্রত্যাখ্যান করা বেশির ভাগের জন্য বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রভাব কমে গেলেও একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একেবারে অগ্রাহ্য করা বাস্তবসম্মত নয়; সম্ভবও নয়। আর অনেক বড় দেশই মনে করে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ তাদের জন্য লাভজনক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলো ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। তারা ট্রাম্পকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে তারা যদি ট্রাম্পের কাছ থেকে একেবারে দূরে সরে দাঁড়ায়, তাহলে বিশ্বরাজনীতিতে তাদের গুরুত্ব হারানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। উদীয়মান শক্তিধর দেশগুলো মনে করছে, ট্রাম্পের আদর্শহীন, জাতীয়তাবাদী, লেনদেনকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান সময়ের জন্য বেশি উপযোগী। আসলে এটি তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। তাদের কাছে ট্রাম্প এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতীক। কিন্তু ট্রাম্প ইস্যুতে এটি কি তাদের ভুল সিদ্ধান্ত হবে, যা কিনা পরে তাদের জন্য আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে? জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস কাপচান মনে করেন, ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি কোনো নির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শের ধার ধারে না। ফলে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ভালো বা খারাপ,

যেকোনো দিকেই যেতে পারে। এ অবস্থায় ট্রাম্পকে সঠিক পথে চালিত করা, তাঁর সঙ্গে কৌশলে কাজ করা এবং তাঁর খারাপ সিদ্ধান্তগুলোর প্রভাব কমানোটাই বিদেশি নেতাদের জন্য আসল কাজ হবে।

আসলে এ মুহূর্তে ইউরোপের নেতারা ও ট্রাম্পবিরোধীরা শুধু দর্শকের ভূমিকায় আছেন। যদি সবকিছু খারাপের দিকে যায়, তাহলে 'খারাপ ট্রাম্প' বিজয়ী হবেন। আর তা হলে তিনি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে থাকবেন, পুরোনো মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন, দেশে-বিদেশে গণতন্ত্রকে অবহেলা করবেন এবং স্বৈরশাসকদের প্রশ্রয় দেবেন। যদি তাই হয়, তাহলে কে তাঁকে সামলাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত প্রয়োজন।

ট্রাম্পের কাজকারবার ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। থ্যাচার পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে ফেলেছিলেন; কিন্তু নতুন করে কিছু তৈরি করতে পারেননি। সেই দিকটার ওপর জোর দিয়ে কাপচান সতর্ক করে বলেছেন, 'ট্রাম্প একজন ধ্বংসাত্মক নেতা, তিনি ভাঙতে জানেন, কিন্তু গড়তে জানেন না। সম্ভবত তিনি নতুন ও উন্নত আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন না, উল্টো পুরোনো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে আমেরিকা ও বিশ্বকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফেলে রেখে যাবেন।'

এ কারণেই 'কে ট্রাম্পের লাগাম টানতে পারবে'–ব্রাসেলসে এখন এ আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, হাঙ্গেরির ভিক্তর ওরবান ও ন্যাটোপ্রধান মার্ক রুটের নাম শোনা গেলেও তাঁদের কারও একার পক্ষে ট্রাম্পের মতো পাগলা ঘোড়াকে সামলানোর ক্ষমতা নেই। তাই 'ট্রাম্পকে সামলানোর নেতা' এখন বিশ্বের জন্য খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

আসলে এখন এই 'ভালো ট্রাম্প, খারাপ ট্রাম্প' ধারণার একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে ইউক্রেন যুদ্ধ আমাদের সামনে রয়েছে। ট্রাম্প ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তার খরচ দেওয়া নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনকে কেন ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেন, তা তিনি বোঝেন। ট্রাম্প দাবি করে আসছেন, তিনি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামিয়ে দিতে পারেন; তবে এর জন্য ইউক্রেনকে হয়তো কিছু অঞ্চল রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দিতে হবে এবং রাশিয়াকেও তার আগ্রাসনের পুরস্কার হিসেবে সেটি মেনে নিতে হবে।

তবে ট্রাম্প সম্ভবত জানেন, বাইডেন যে ভুল করে আফগানিস্তানে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, সেটি করা যাবে না। তিনি রাশিয়া, চীন, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে (অনেকে যাকে 'শয়তানের নতুন জোট' বলছে) বড় জয় পেতে দিতে চান না। তাই অনেকে বলছেন, ট্রাম্প হয়তো উল্টো ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করার বদলে তা আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন, যাতে কিয়েভ ভবিষ্যৎ আলোচনায় শক্ত অবস্থানে থাকতে পারে।

আসলে এ মুহূর্তে ইউরোপের নেতারা ও ট্রাম্পবিরোধীরা শুধু দর্শকের ভূমিকায় আছেন। যদি সবকিছু খারাপের দিকে যায়, তাহলে 'খারাপ ট্রাম্প' বিজয়ী হবেন। আর তা হলে তিনি হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে থাকবেন, পুরোনো মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন, দেশে-বিদেশে গণতন্ত্রকে অবহেলা করবেন এবং স্বৈরশাসকদের প্রশ্রয় দেবেন। যদি তাই হয়, তাহলে কে তাঁকে সামলাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত প্রয়োজন।

সাইমন টিসডাল দ্য অবজারভার-এর পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশ্লেষক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

বেস আন-নূর মডেল স্কুলে শীত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বংশীহারি

আপনজন: ১৯ জানুয়ারি রোববার বেস আন-নূর মডেল স্কুলের গার্লস ক্যাম্পাস দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিপুরে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল বেস শীত উৎসব-২০২৫। এই উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল হৃতপ্রায় গ্রামীণ পিঠের আয়োজন। যেমন, পাকোয়ান, পাটিসাপটা, ছিটাপিঠা, গুড়গুড়িয়া, কানমুচড়ি, চিতুইপিঠা এইসব। আয়োজন করেছিল বেস-এর ছাত্রীরাই। বিক্রির জন্য নির্মিত হয়েছিল ছোট ছোট স্টল। স্টলগুলোর নামকরণও বেশ মজাদার। যেমন, হইচই, আড্ডা, নরমগরম, খাইখাই, চেটেপুটে।
মিশন সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম মনে করেন, এর কারণ মূলত ছাত্রীদের ব্যবসায়ী মনস্ক করে তোলা। পরিণত বয়সে সবাই যে চাকরিজীবী হবে এমন তো নয়, চাকরি ছাড়াও যে মানুষ সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে, এ অনুষ্ঠান তারই প্রামাণ্য দৃষ্টান্তমাত্র। শুধু তাই নয়, শীত উৎসবের পাশাপাশি দুস্থ ও বৃদ্ধদের কম্বল ও লাঠিপ্রদান অনুষ্ঠানটিও ছিল একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। নবীনবরণ, আবৃত্তি, গান, নৃত্য, খেলা, 'যেমন খুশি সাজো' ইত্যাদিতে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানটি অন্যমাত্রা পেয়েছিল।
মিশনের মেয়েরা একই মঞ্চে একটি নাতিদীর্ঘ মানবিক নাটকও পরিবেশন করে। নাটকটি রচনা করেন মিশন-শিক্ষক সামসুল হুদা আনার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শামসুল আলম, সাংবাদিক মিলন দত্ত, 'ড্রিমডেস্কে'র ডিরেক্টর শুভব্রত ভট্টাচার্য, শিক্ষাব্রতী কাজি হাবিব এবং 'সোনালি সকাল' পত্রিকার সম্পাদক আসাদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে ডাক পেলেন দেবু টুডু

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ২৬ শে জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশের রাজধানী দিল্লি সেজে উঠছে বর্ণাঢ্য আয়োজনে। প্রতি বছরের মতো এবারও দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে এই অনুষ্ঠানে, যা দেশ-বিদেশের টিভি চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচারিত হবে। এ বছর পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অতিথি হিসেবে প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবু টুডু। তিনি বর্তমানে এসসি ও এসটি উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা।
দিল্লি যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবু টুডু এই আমন্ত্রণকে "ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনের এক বিরল সম্মান" হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অতিথি হিসেবে প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তার নেতৃত্বেই আজ আমি এই সুযোগ পেয়েছি।" দেবু টুডু জানান, দিল্লি সফরে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নজরে আনার চেষ্টা করবেন তিনি। তার মতে, "আদি জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ঢেকুয়া হাই মাদ্রাসায় শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান

নুরুল ইসলাম খান ● হলদিয়া

আপনজন: মাদ্রাসার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে নতুন দিশা দিল পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাটার ঢেকুয়া মাদ্রাসা।হ্যাঁ, ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুর প্রতিস্থিত মেদিনীপুর সুতাহাটা ঢেকুয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার তিন দিন ব্যপি শতবর্ষের অনুষ্ঠান সোমবার শেষ হল।
প্রাচীন এই মাদ্রাসায় শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে তিনদিন ধরে বর্ণাঢ্য সভা হয়েছে।
১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে।
সরকারি আর্থিক সহযোগিতায় সেটা এখন বিশাল ভবনে পরিনত। মরহুম সেখ হামিরুদ্দিনের জমিদান ও তারপর মহাতাবচন্দ্র দাস, সাহাপুরের আবদুল গনি সহ আরও অনেকে জমি দিয়েছেন। কারিগর ছিলেন আব্দুল লতিফ, আব্দুল কাদেরের

মতো আরও অনেক শিক্ষানুরাগী।
উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনা শুরু হয় ২০০৬ সালে। বর্তমানে ৭০০ পড়ুয়া।গবেষক আমিনুল ইসলাম এখানে পড়ালেখা করেছেন।
মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন হিন্দু-মুসলিম ছাত্র ছাত্রীরা। স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতিও নজরকাড়া।
মহিলা শিক্ষক নাফিসা খাতুন, তিনি প্রধান। সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি আবু তাহের কামরুদ্দিন, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান সহ জেলা সভাপতি সহ বিশিষ্টরা।

মুখ্যমন্ত্রীর লালবাগ সফর ঘিরে হাজারদুয়ারিতে ব্যাপক ভিড়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে প্রশাসনিক সভা ও সরকারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন মুর্শিদাবাদ শহরে তথা লালবাগের নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে প্রশাসনিক সভা করা হয়।
অনুষ্ঠানে হাজারে হাজারে মানুষ যোগদান করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবাবের শহরে উপস্থিত হয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বাকি রাখেননি কেউই।
হাজারদুয়ারি থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে সভাস্থল। সেই সুযোগে হাজার দুয়ারী ঘুরলেন অনেকেই।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাজারদুয়ারীর এক নিরাপত্তা কর্মী বলেন, 'এবছর ১লা জানুয়ারি সর্বাধিক ভিড় হয়েছিল। তবে বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড টিকিট বিক্রি হয়েছে সোমবার। এদিন প্রায় নয় হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে।'
সভায় যোগদান করতে আসা নাজমুল হোসেন বলেন, 'সবাই এসেছিলাম, সেই সুযোগে হাজারদুয়ারিও ঘুরে দেখা হল।'
মহসিন মন্ডল বলেন, 'সবাই এসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলাম। তারপর বিকেলে হাজারদুয়ারী ঘুরে দেখলাম।'
এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, 'এদিন যে ভিড় হয়েছিল হাজারদুয়ারিতে সেখানে যারা এসেছিল তারা পর্যটক নয়, সবাই পাড়ার লোক। পর্যটক তারাই যারা জেলার বাইরে থেকে আসে এবং প্রায় সকল পর্যটন স্থান গুলি ঘুরে দেখেন। সুতরাং এদিন হাজারদুয়ারির টিকিট বিক্রির সংখ্যা দেখে কখনোই সারা বছর চলবে না'
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হোটেল কর্মী বলেন, 'প্রতিদিনের চাইতে গড়ের উপর দশ গুণ বেশি খাবার বিক্রি হয়েছে। কিন্তু তা একদিনের জন্যই।'
একদিনে হাজারদুয়ারিতে পর্যটক সংখ্যা বাড়লেও মতিঝিল, কাটরা মসজিদ অথবা কাঠগোলা বাগানে পর্যটকের সংখ্যা ছিল প্রতিদিনের মতো খুবই নগণ্য।

স্বাধীনতা দিবস নিয়ে মন্তব্যের জন্য মোহন ভগবতের বিরুদ্ধে ধিক্কার সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ধীরে ধীরে দেশের পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন হচ্ছে। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম,স্থান ইত্যাদি পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। এবার এতদিন ধরে পালন করে আসা দেশের স্বাধীনতা দিবসের দিন পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন আর, এস, এস, প্রধান মোহন ভাগবত। দেশের স্বাধীনতা দিবস নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা ন্যক্কারজনক এবং দেশদ্রোহিতার সামিল এনিয়ে রাজনীতি সরগরম। যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে ধিক্কার পথসভা, কোথাও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য আর এস এস প্রধান মোহন ভগবত বলেছেন রাম মন্দির নির্মাণ-ই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস এনেছে। যা স্বাধীনতা দিবস ১৫ ই আগস্ট এর মহৎ দিবসকে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চুড়ান্ত ভাবে অপমানিত করা হয়েছে বলে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে ২০ জানুয়ারি সোমবার জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জেলার বিভিন্ন স্থানে ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপ ময়ূরেশ্বর বিধানসভার গদাধরপুর বাজারে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়ে পথ সভা করা হয়। ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বীরভূম জেলা জাতীয় কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি সৈয়দ কাসাফদ্দোজা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর -১নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পার্বতী কুমার চৌধুরী, জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শান্তিরাম মাল, ময়ূরেশ্বর -১নং ব্লক কংগ্রেস এসসি এসটি সেলের চেয়ারম্যান ধীরেন দলুই প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মাঠপলসা বাসস্ট্যান্ডের সামনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস নিয়ে দেশদ্রোহী মন্তব্য করেছেন মোহন ভাগবত বলে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করা হয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম সেখ, কার্যকরী সভাপতি অসীম ব্যানার্জি।
আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত তিনি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে দেশদ্রোহী মন্তব্য করেছে এবং বলেছে যে ভারত ১৫ ই আগস্ট ১৯৪৭ সালের স্বাধীন হয়নি ।যেদিন কে ভারতবর্ষে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে সেদিনকেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে। তারই প্রতিবাদে নলহাটি ব্লক -১ নম্বর ব্লক কংগ্রেস কর্মীরা আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতের কুশ পুতুল পুড়িয়ে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয় বলে জানান জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নাসিরুল সেখ।

ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু হল না হাতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ঘুমপাড়ানি গুলি করেও কাবু করা গেল না আহত দাঁতালকে, দিনভর চেষ্টার পর রাতে হাল ছাড়ল বন দফতর। পায়ে আঘাত ছিল। আর তাই গত কয়েকদিন ধরে কার্যত খুঁড়িয়ে হাঁটছিল দাঁতালটি। এরপরই বন দফতরের তরফে হাতিটির উপর সর্বক্ষণ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায় দাঁতালটির একটি পায়ে গভীর ক্ষত রয়েছে। এরপরই হাতির পায়ের চিকিৎসার জন্য একটি দল গঠন করে বিষ্ণুপুর বন বিভাগ। তলব করা হয় ঘুমপাড়ানি গুলি করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদেরও। রবিবার দুপুরের পর হাতিটির অবস্থান চিহ্নিত করে তাকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার চেষ্টা শুরু হয় একাধিকবার হাতিটি লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলিও ছোঁড়েন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু কোনোটি লক্ষ্যভেদ করলেও তার ভেতরে থাকা ওষুধ হাতির শরীরে প্রবেশ করেনি। এর ফলে রবিবার দিনভর চেষ্টার পরেও কাবু করা যায়নি দাঁতালটিকে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর রাতে রণে ভঙ্গ দেয় বন দফতর।

সিরাতুননবী কনফারেন্স রাজারহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ আল-কোরআন ফাউন্ডেশন এর পরিচালনায়, আন্তর্জাতিক ক্বারী ড. জাবিদ আলি সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১০তম বাৎসরিক সিরাতুন্নবী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় রাজারহাট সত্যজিৎ রায় ভবনে।
ক্বারী জাবেদ আলি বলেন, এদিন ছয়জন ক্বারীকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। ৮ জনকে বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।
২ জনকে সমাজ রত্ন সম্মাননা এবং ২ জনকে সমাজ বন্ধু এবং ৩ জনকে সমাজ সম্পদ সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজারহাটের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, নাখোদা মসজিদের ইমাম ক্বারী শফিক কাসেমী, মোঃ ইন্তাজুল গাজী, পশ্চিমবঙ্গ ইমাম মোয়াজ্জিন সমিতির সম্পাদক হাফেজ আজিজ উদ্দিন, রাজারহাট থানার আই.সি সৈয়দ রেজাউল কবির, সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, আব্দুল্লাহিল মারুফ, হাজি মোঃ শাহনাওয়াজ ইসলাম, লাল্টু হাজি প্রমুখ।

মশাটে নতুন সংগঠনের পথ চলা শুরু

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: নব সংগ্রামপুর মশাট সাহপাড়া গঠুরা এলাকায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষাবিদদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় আধুনিক এবং দ্বিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উম্মাহ ফাউন্ডেশন এর এদিন থেকে পথ চলা শুরু হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বহু কলেজ ও ইউনিভার্সিটি পরিচালক মুফতি মাওলানা আহমেদ ওবায়দুর রহমান নাদভি কাসেমী (হায়দ্রাবাদ), হজরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী আনাস (মদিনা ইউনির্ভাসিটি হায়দ্রাবাদ), এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শাহানারা খাতুন সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী,উম্মা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আল আমিন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা নুরুস সুবহান,উম্মা ফাউন্ডেশনের সম্পাদক আরিফ হোসেন শাহ,ইব্রাহিম শেখ এডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট,আনিসুর রহমান বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী,সহ সম্পাদক ও শিরাকল মহা বিদ্যালয়ের প্রফেসর বদরুদ্দজা মোল্লা সহ অন্যান্যরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ।

বাবলার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবেন তার স্ত্রী: মমতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সোমবার মালদায় এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হেলিকপ্টার চেপে বিকাল সওয়া তিনটা নাগাদ মালদায় পৌঁছান। মালদা শহরের যুব আবাস সংলগ্ন ময়দানে তৈরি হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণ করে। এরপর তিনি হেলিকপ্টার থেকে নেমে নিহত বাবলা সরকারের বাড়ি যান মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মালদহের নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে মালদা শহরের মহানন্দাপল্লীতে নিহত নেতার স্ত্রী কাউন্সিলর চৈতালী ঘোষ সরকারের বাড়ি গিয়ে দেখা করেন। কথা বলেন তার সঙ্গে। গোটা বিষয়ে তার কাছে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেন বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রী নিহত বাবলা সরকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। মালদা জেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য এদিন এসপি, ডিএমকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন রাজ্যের প্রশাসনকে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এসপি, ডিএমকে যা বলার বলেছি। কোনও অবস্থাতেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি বরদাস্ত করা হবে না।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নিহত কউন্সিলর বাবলার অসমাপ্ত কাজ শেস করবেন তার স্ত্রী চৈতালি। নিহত দুলাল সরকার এর স্ত্রী চৈতালির সংবাদমাধ্যম সামনে তিনি জানান আমার কিছু বলার নেই।মুখ্যমন্ত্রী আমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সব জানিয়েছি। উনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন।আমার সব কথা শুনেছেন তিনি। আমি এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম। উনার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা যে আমার কথা শোনার জন্য তিনি আমার বাড়ি চলে এসেছেন। বাবলার প্রতি তাঁর যে আস্থা ও ভরসা ছিল, সেটা তিনি এখানে বলে গেলেন। আমি চাই, এই ঘটনায় যারা আসল দোষী তারা ধরা পড়ুক। তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হোক। পুলিশ তাদের কাজ করছে। আগামী দিনে নিশ্চয়ই তারা সব কিছু পরিষ্কার জানতে পারব।"

জেলে অসুস্থ হয়ে পার্থ ভর্তি এসএসকেএমে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সোমবার রাতে এস এস কে এম হাসপাতালের এমারজেন্সিতে নিয়ে আসা হয়। জেলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে তাকে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এমার্জেন্সি থেকে তাকে কার্ডিওলজি এমারজেন্সিতে পাঠানো হয়।ওখানে থেকে আবার এমারজেন্সিতে নিয়ে আসা হয়।মুখে মাস্ক ও অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ তাকে ইমারজেন্সিতে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাকে ওই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বেশ কিছু সময়ের জন্য তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। নানা ধরনের শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে রাজ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। আদালতে তার আইনজীবী একাধিকবার শারীরিক সমস্যার কথা জানিয়েছেন সেই সংক্রান্ত নানা সমস্যা বিচারকের কাছে তুলে ধরেছেন তার আইনজীবী। জেলে থাকাকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পায়ের সমস্যা ও বেড়েছে। সোমবার হঠাৎ জেলের মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। জেল কর্তৃপক্ষ তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারপরেই কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিয়ে আসা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। জেল সূত্রে খবর কয়েকদিন আগে তার 'প্যানিক অ্যাটাক' হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রায় আড়াই বছর আগে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২ সালের ২২ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাসভবন থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় কে হেফাজতে নেয় ইডি। সেই সময় গ্রেপ্তারের পর তার অসুস্থতার জন্য তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু আদালতের নির্দেশে ভুবনেশ্বর এমস-এ পাঠানো হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায় কে। গত ১৩ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট শর্তসাপেক্ষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন দেওয়ার সময় জানিয়েছিল চার্জ গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ করে গেলে পহেলা ফেব্রুয়ারির আগে জামিন পেতে পারেন তিনি।

ভাঙড়ে পুলিশকে মারধরের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধেও

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় থানার শাকশহর বাজারে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে। অপরদিকে পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসা, মারধর, গালিগালাজের পাল্টা অভিযোগ উঠেছে। ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। শাকশহর বাজারে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বামুন পীরের পীরের মেলা। যা ১ মাস ধরে চলবে। এই মেলায় জুয়ার আসর চলছিলো বলে ভাঙড় থানার পুলিশের কাছে খবর যায়। জুয়ার ঠেকে অভিযান চালাতে গেলে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে পুলিশের অভিযোগ। পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মিলিয়ে ৪ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশের দাবি। আহত পুলিশ কর্মীরা নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। পুলিশ কে মারধরের ঘটনায় শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ৬ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৩ জন হামলাকারী কে ভাঙড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বাকি ৩ জন পলাতক রয়েছে।
অপরদিকে পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজি বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসা, মারধর এবং গালিগালাজের অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। নজরুল ঢালি, জিয়ারুল মোল্লা, নুর ইসলাম গাজীরা পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছেন। পুলিশ কে মারধরের অভিযোগ ও অস্বীকার করেছেন তারা। এবিষয়ে সংবাদ মাধ্যম কর্মীরা জানতে চাইলে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক সওকাত মোল্লা বলেন, "যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকে সেটা কে কখনোই একসেপ্ট করা হবে না। তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মেধা পরীক্ষার ফল প্রকাশ কেশপুরে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: সোমবার সোসাইটি অফিসে মুগবসান টার্গেট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত মেধা নির্বাচন পরীক্ষা ২০২৪ এর ফলাফল প্রকাশিত হল। এই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৮৫৮জন। অনুপস্থিত ছিল ৯০জন। পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৫টি সেন্টারে মেধা নির্বাচন পরীক্ষা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অন্যতম কর্মকর্তা সেখ মনিরুল আলম। তিনি এদিন জানিয়েছেন, কৃতীদের কুইজ বই দিয়ে পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়াও প্রতি শ্রেণীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বই, মেডেল, সার্টিফিকেট সহযোগে পুরস্কৃত করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি সেখ মোসাওবের আলী, কোষাধ্যক্ষ সেখ মনিরুল আলম পরীক্ষা নিয়ামক সেখ আব্দুল সফি, সদস্য সেখ মইনুল ইসলাম, মুগবসান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক রায় প্রমুখ।

মসজিদ কমিটির রক্তদান শিবির

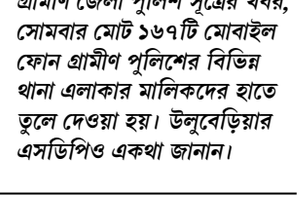

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গাইঘাটা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার ভারাডাঙ্গা জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির। রবিবার ও সোমবার দুদিন ব্যাপী ইসলামিক জলসা ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। ভারাডাঙ্গা সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ রক্তদানে শামিল হন। মসজিদ কমিটির আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন নিমাই ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় ডালীরাও। উপস্থিত ছিলেন বেডসে'র রাজ্য সম্পাদক আলফাজ হোসেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সাবির উদ্দিন বকু, সৌরভ শেখ প্রমুখ।

আপনজন: হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দিলো হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ। হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার মোট ১৬৭টি মোবাইল ফোন গ্রামীণ পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকার মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উলুবেড়িয়ার এসডিপিও একথা জানান।

ইউরোপীয় ফুটবল

হাফ সেঞ্চুরিতে শক্ত অবস্থানে লিভারপুল, আরও পিছিয়েছে বার্সা

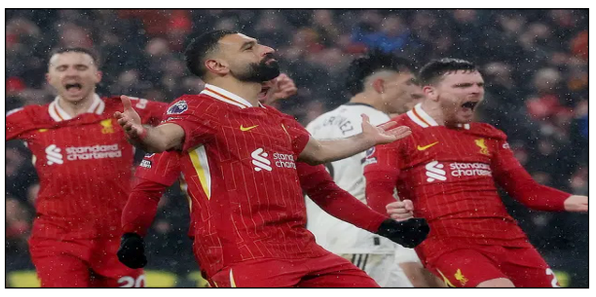

আপনজন ডেস্ক: অর্ধমৌসুম পেরিয়ে জমে উঠেছে ইউরোপীয় ফুটবলের দ্বিতীয় পর্বের খেলা। নতুন বছরের শুরু থেকে দলগুলোর চোখ এখন শিরোপায়। ইংল্যান্ডের শীর্ষ স্তরের লিগে লিভারপুল ক্রমেই সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিজেদের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে লিভারপুলকে সহায়তা করছে অন্য দলগুলোও। লা লিগায় শীর্ষ স্থান নিয়ে ইঁদুর-বিড়াল লড়াই চলছে রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মধ্যে। মাদ্রিদের দুই ক্লাবের লড়াইয়ের ভেতর ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে বার্সেলোনা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে ইতালিয়ান লিগ সিরি 'আ'তেও। শীর্ষ স্থান থেকে তিনে নেমেছে আতালান্তা। তবে স্বস্তিতে নেই সবার ওপরে থাকা নাপোলিও। ঘাড়েই নিশ্বাস ফেলছে ইন্টার মিলান। আর বুন্দেসলিগায় লড়াইটা যথারীতি বায়ার্ন মিউনিখ ও বায়ার লেভারকুসেনের মধ্যেই সীমিত আছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে লিভারপুল। এর পেছনে অবশ্য নিজেদের কৃতিত্বের চেয়ে অন্যদের দায়ই বেশি। নয়তো শেষ তিন ম্যাচের দুটিতে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছে লিভারপুলও। মোহাম্মদ সালাহদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আর্সেনালও নিয়মিত পয়েন্ট হারাচ্ছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা গানাররা নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচে ড্র করেছে অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে। বর্তমানে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে আর্সেনাল। ২১ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট ৫০, আর ২২ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে আর্সেনাল। তালিকার তিনে থাকা নটিংহাম অবশ্য দারুণ নৈপুণ্য দেখাচ্ছে। আর্সেনালের সমান ৪৪ পয়েন্ট তাদেরও, তবে পিছিয়ে থাকার কারণ গোল ব্যবধান। শেষ কয়েক ম্যাচের ইতিবাচক পারফরম্যান্সে পয়েন্ট তালিকার চারে উঠে এসেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। তবে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে তাদের দূরত্ব ১২ পয়েন্টের। লা লিগার শিরোপা লড়াই এখন রিয়াল ও আতলেতিকোর মধ্যে। তবে নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচে লেগানেসের কাছে আতলেতিকোর হারে বেশ সুবিধাই পেয়েছে রিয়াল। গতকাল রাতে লাস পালমাসকে হারিয়ে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ২ পয়েন্টের লিড নিয়েছে রিয়াল। ২০ ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্ট ৪৬, সমান ম্যাচে দুইয়ে থাকা আতলেতিকোর পয়েন্ট ৪৪। মৌসুমের শুরুর দিকে দাপট দেখানো বার্সা অবশ্য লড়াই থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। ২০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩৯। অর্থাৎ রিয়ালের চেয়ে ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে তারা। সর্বশেষ হেতাফের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। সিরি 'আ'র পয়েন্ট তালিকায় এ মুহূর্তে শীর্ষে আছে নাপোলি। ২১ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫০। সর্বশেষ ম্যাচে আতালান্তাকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে তারা। তবে শীর্ষে থেকেও ঠিক স্বস্তিতে নেই ডিয়েগো ম্যারাডোনোর স্মৃতিধন্য ক্লাবটি। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ঘাড়ের ওপরই নিশ্বাস ফেলছে ইন্টার মিলান। এ পরিস্থিতিতে ইন্টার যদি বাড়তি ম্যাচটা খেলে জয় পায়, তবে শীর্ষে উঠে যাবে তারাই। কারণ, সে ক্ষেত্রে দুই দলের পয়েন্ট সমান হলেও গোল ব্যবধানে নাপোলির চেয়ে ইন্টার অনেক এগিয়ে। নাপোলির গোল ব্যবধান ২১ এবং ইন্টারের ৩৩। তাই গোল ব্যবধানের চিন্তা বাদ দিয়ে নাপোলিকে পয়েন্টের শক্তিতেই শীর্ষে থাকার চেষ্টা করতে হবে। বুন্দেসলিগায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখে ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ। ১৮ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৪৫। সর্বশেষ ম্যাচে উলফসবার্গের বিপক্ষে জিতেছে ৩-২ গোলে। বায়ার্নের ঠিক পেছনেই আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নস লেভারকুসেন। বায়ার্নের চেয়ে তারা পিছিয়ে আছে ৪ পয়েন্টে। পয়েন্টের ব্যবধানে খুব বেশি না হওয়ায় শিরোপা ধরে রাখার এখনো ভালো সম্ভাবনা আছে লেভারকুসেনের। সে ক্ষেত্রে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি বায়ার্নের বিপক্ষে ম্যাচটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে দুই দলই হাল না ছাড়লে এই লিগের শিরোপা লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত গড়াতে পারে।

লখনউ সুপার জায়ান্টের নতুন অধিনায়ক ঋষভ পন্থ, ঘোষণা গোয়েঙ্কার

আপনজন ডেস্ক: সোমবার, আলিপুরের আরপিএসজি হাউসে ভারতীয় উইকেটরক্ষককে পাশে নিয়ে ঘোষণা করলেন দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। উল্লেখ্য, গত ২০২২ সাল থেকে আইপিএল-এ খেলা শুরু করার পর থেকেই কে এল রাহুলই ছিলেন দলের অধিনায়ক। তবে গত মরশুমে হায়দ্রাবাদ ম্যাচে পরাজয়ের পর, সঞ্জীব গোয়েঙ্কাপ্রকাশ্যে ভর্ৎসনা করেন রাহুলকে। যা নিয়ে অবশ্য বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল। আর সেই ঘটনার পরেই বোঝা গেছিল যে, রাহুলের দল ছাড়া ছিল শুধুই সময়ের অপেক্ষা। আর ঠিক সেটাই হয়েছে। গত বছরের একেবারে শেষদিকে মেগা নিলামে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ ২৭ কোটি টাকা দিয়ে ঋষভ পন্থকে কিনেছিল লখনউ। আর সোমবার, তাঁকেই অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হল। শুধু তাই নয়, তাঁর পছন্দের ১৭ নম্বর জার্সিই নতুন দলে পেতে চলেছেন পন্থ। এমনকি, তাঁর নাম লেখা জার্সিতে খোদাই করা রয়েছে 'ক্যাপ্টেন'শব্দটিও। পন্থকে পাশে নিয়ে সেই জার্সি এদিন প্রকাশ্যে আনলেন গোয়েঙ্কা এবং দলের মেন্টর জ়াহির খান। আর দায়িত্ব নিয়েই পন্থ জানিয়েছেন, "আমার উপরে আস্থা রাখার জন্য সঞ্জীব স্যর এবং জ়াক ভাইকে ধন্যবাদ। লখনউয়ের হয়ে সবসময় ২০০% দেওয়ার চেষ্টা করব আমি।" দিল্লীতে খেলার সময় শেষ তিন বছর অধিনায়ক ছিলেন পন্থই। গত ২০২৩ সালে, চোটের কারণে অবশ্য খেলতে পারেননি। ফলে, লখনউ যে অধিনায়ক হিসাবে তাঁর নামই ঘোষণা করত, তা একপ্রকার নিশ্চিতই হয়ে গেছিল। বলা চলে, কোনও সন্দেহউ ছিল না। তবে নিকোলাস পুরানেরও অধিনায়ক হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁকেও যেন কার্যত টেক্কা দিলেন পন্থ।

মাকে দেখাতে চেয়েছিলাম, ২৪ বছর ধরে তাঁর ছেলে কিসের জন্য বাড়ি ছাড়ত, বললেন টেন্ডুলকার

আপনজন ডেস্ক: ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম–মুম্বাইয়ের এ মাঠ অন্তত দুটি কারণে শচীন টেন্ডুলকারের মনে আজীবনের জন্য গেঁথে থাকার কথা। একটি বিশ্বকাপ জয়, আরেকটি খেলোয়াড়ি জীবনের বিদায়। ২০১১ সালে খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় প্রথম ও একমাত্র বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলেছিলেন ওয়াংখেড়েতে। দুই বছর পর ২০১৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ক্রিকেটকে বিদায়ও জানিয়েছিলেন এ মাঠেই। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করা কিংবদন্তি ওয়াংখেড়েকে মনের মধ্যে বিশেষ স্থান দেন অন্য একটি কারণেও। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুই যুগসহ প্রায় তিন দশক প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর মা মাত্র একবারই ছেলের খেলা দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন, আর সেটি এই ওয়াংখেড়েতেই। তা-ও ক্রিকেটের বাইশ গজকে ছেলের বিদায় জানানোর দিনে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তিতে গতকাল বিশেষ আয়োজনে উপস্থিত হয়ে সে গল্পই শুনিয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি এই ব্যাটসম্যান। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম গত বছর ৫০ পূর্ণ করেছে। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রোববার স্টেডিয়ামের অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টেন্ডুলকার একে তো ওয়াংখেড়ের কীর্তিমানদের একজন, তার ওপর মুম্বাইয়েরই ছেলে। ২০১৩ সালের ১৬ নভেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ওয়াংখেড়েতে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর স্মৃতি স্মরণ করে টেন্ডুলকার বলেন, 'সিরিজের দল ঘোষণার আগে আমি বিসিসিআইয়ের তখনকার প্রধান শ্রীনিবাসনকে অনুরোধ করেছিলাম, একটা কারণে শেষ ম্যাচটা আমি মুম্বাইয়ে খেলতে চাই। ২৪ বছর ধরে আমি ভারতের হয়ে খেলছি, এর আগেও যা খেলেছি সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ বছর। এতগুলো বছরের মধ্যে আমার মা কখনো আমাকে খেলতে দেখেনি।' টেন্ডুলকারের মায়ের শরীর তখন দূরে কোথাও গিয়ে ছেলের খেলা দেখার মতো অবস্থায় ছিল না। সর্বোচ্চ মুম্বাইয়ের বাসা থেকে ওয়াংখেড়েতে গিয়ে খেলা দেখতে পারবেন। শ্রীনিবাসনকে সে পরিস্থিতি জানিয়ে টেন্ডুলকার বলেছিলেন, 'আমি অনুরোধ করলাম শেষ ম্যাচটা ওয়াংখেড়েতে খেলতে চাই। মাকে দেখাতে চাই, তাঁর ছেলে ২৪ বছর ধরে কিসের জন্য বাড়ি ছাড়ত। বিসিসিআই অনুগ্রহ করে আমার অনুরোধটা রেখেছিল। এরপর এই ওয়াংখেড়েতে শেষ ম্যাচটা খেললাম, যেটা ছিল আমার জন্য আবেগময় মুহূর্ত। এত এত বছর খেলার পর সেবারই শেষবারের মতো মাঠে নামলাম, যেটা আমার জীবনে আর কখনোই ঘটবে না।' টেস্টে সর্বোচ্চ রানের (১৫৯২১) মালিক তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ কতটা আবেগময় ছিল, সেই অনুভূতিও তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, ব্যাটিংয়ের সময় যতটা সম্ভব খেলায় মনোযোগ দিতে চাইলেও সম্প্রচারের কাজে থাকা ক্যামেরাম্যান ও নির্দেশকের কাজও তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, '(আউটের আগে) শেষ ওভারের আগে দেখলাম, বড় স্ক্রিনে আমার মায়ের মুখটা দেখাচ্ছে। এরপর অঞ্জলী, আমার বাচ্চারা...আমার পরিবারের সদস্যরা। আমি জানি না ক্যামেরাম্যানকে যিনি নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তিনি বা ভেতরে থাকা সম্প্রচারক ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাসপোর্টধারী ছিলেন কি না! আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, তারা (ক্যামেরাম্যান) ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে কাজ করছে। তারা আমার আবেগ নিয়ে খেলছে।'

বাংলার বোলিং কোচ শিব শঙ্কর পাল জানালেন

ভারতীয় দলে ফেরার জন্য দিনে একবার খেতেন শামি

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: বাংলার ফাস্ট বোলিং কোচ শিব শঙ্কর পাল বলেছেন, মোহাম্মদ শামি ভারতীয় দলে ফিরে আসার জন্য এতটাই 'ক্ষুধার্ত' ছিলেন যে তিনি কয়েক মাস ধরে দিনে মাত্র একবার খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন এবং এমনকি তার প্রিয় বিরিয়ানি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে দিয়েছিলেন।

২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকে মহঃ শামি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে, যেখানে তিনি ভারতের সেরা পারফর্মারদের একজন ছিলেন। টুর্নামেন্ট চলাকালীন তার গোড়ালিতে চোট লেগেছিল, একসাথে হাঁটুতে অনেকটাই ফোলাভাব দেখা যায়, এই সমন্বয় তাকে পুরো ২০২৪ খেলা থেকে দূরে রাখে এবং টিম ম্যানেজমেন্ট ২০২৪-২৫ বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে তাকে নিয়ে ঝুঁকি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শামি এখন ২২ জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তার

আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জন্যও তাকে দলে রাখা হয়েছে। "ফাস্ট বোলারদের চোট থেকে ফিরতে সময় লাগে। শামি খেলাতে ফিরে আসার জন্য এতটাই ক্ষুধার্ত ছিল যে সে একটি খেলা শেষ করার পরেও বোলিং করতে চেয়েছিল। এটা একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে একটা বিরাট নিষ্ঠা। খুব কম খেলোয়াড়ই খেলার পর ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট বেশি বোলিং করতে চায় বলে তিনি মন্তব্য করেন। টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময় ম্যাচের দিনগুলিতে, দল পৌঁছানোর আগে, সকাল ৬টায় মাঠে পৌঁছানো প্রথম খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। তিনি কঠোর ডায়েট মেনে চলতেন। বাংলার ফাস্ট বোলিং কোচ শিব শঙ্কর পাল এ বিসয়ে বলেন, মোহাম্মদ শামি ভারতে ফিরে আসার জন্য এতটাই 'ক্ষুধার্ত' ছিলেন যে তিনি কয়েক মাস ধরে দিনে মাত্র একবার খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন এবং এমনকি তার প্রিয় খাবার বিরিয়ানি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে দিনে মাত্র একবার খেতে দেখেছি। তিনি বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি যখন থেকে মাঠে ফিরেছেন, গত দুই মাসে আমি তাকে বিরিয়ানি খেতে দেখিনি"। এদিকে, তার প্রাক্তন বাংলার সতীর্থ অনুষ্টুপ মজুমদার তার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে শামি কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলছেন সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, "শামি নামটির নিজের মধ্যে একটা প্রভাব আছে। গত বছর নভেম্বরে রঞ্জি ট্রফিতে তার প্রথম ম্যাচ এবং নতুন বছরে হরিয়ানার বিপক্ষে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। এই ম্যাচগুলি খেলার সময় তার বোলিংয়ে উন্নতি হয়েছে"।

বুলেট গতির সার্ভিস ইয়ানিক সিনারের

আপনজন ডেস্ক: চতুর্থ সেটের খেলা চলছিল। বুলেট গতির সার্ভিস করলেন ইয়ানিক সিনার। বল নেট পার হয়নি। নেটকে টান টান রাখতে ঠিক মাঝ বরাবর ধাতব একটি পাত থাকে, যেটা স্ক্রু দিয়ে কোর্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়– সিনারের সার্ভিস সেই ধাতব পাতে লেগে স্ক্রু-টাই ভেঙে ফেলে। সেটি মেরামত করতেই প্রায় ২০ মিনিটের মতো বন্ধ ছিল ম্যাচ। সিনার ও তাঁর প্রতিপক্ষ হোলগার রুনা কোর্ট ছেড়ে চলে যান। পরে দুজন ফিরলেও শেষ হাসি শেষ পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন সিনারই হেসেছেন।

চতুর্থ রাউন্ডে ডেনমার্কের ১৩তম বাছাই রুনাকে ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন সিনার। তবে ম্যাচটা বহু দিন মনে রাখবেন ইতালির এ তারকা, যেটিকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবার সবচেয়ে নাটকীয় ম্যাচগুলোর একটি বলেও মনে করা হচ্ছে। সিনার এক সেট হেরেছেন সে জন্য নয়, বরং রড লেভার অ্যারেনায় প্রচণ্ড গরম, মেডিকেল টাইম-আউট, নেটের স্ক্রু ভেঙে ফেলা, কত কিছুই তো আছে। ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে তৃতীয় সেটে টুর্নামেন্টের চিকিৎসক ও ফিজিওর সাহায্য নিতে হয় সিনারকে। তখন খেলা প্রায় ১০ মিনিট বন্ধ ছিল। সিনারের হাত কাঁপছিল এবং তাঁর হৃৎস্পন্দনও পরীক্ষা করা হয়। এরপর চতুর্থ সেটে গিয়ে নেটের স্ক্রু পাল্টাতে বাধ্য করেছেন আয়োজকদের। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নেটটি যে হুকের মাধ্যমে কোর্টের সঙ্গে আটকে রাখা হয়, সেই হুকের স্ক্রুর বিয়ারিং সার্ভিস করে ভেঙেছেন সিনার।

দুদিন ব্যাপী চ্যাম্পিয়ন কাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হল নবাবপুরে

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: ১৯ ২০ শে জানুয়ারি ২০২৫ দুদিন ব্যাপী চ্যাম্পিয়ন কাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হলো নবাবপুর ফুটবল এসোসিয়েশন মাঠে। পরিচালনায় নবাবপুর সমাজ কল্যাণ সমিতি। ফাইনালে লাখনাউ একাদশ ভার্সেস পশ্চিম পাড়া ক্রিকেট একাদশে ক্রিকেট খেলায় জয়ী হয় লাখনাউ একাদশ। ম্যাড অফ দা সিরিজ আব্বু সালাম এবং ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ রাজিবুল উভয় দুজনেই লখনউ একাদশের ক্রিকেটার। প্রসঙ্গত দুদিনের খেলায় উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ১ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ ক্রীড়া প্রেমী সেখ মোশারফ সাহেব। এছাড়া নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক সাহেব এছাড়া সেসরাফ মোল্লা আসমাউল মোল্লাও নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আনিসুর রহমান লস্কর ছাড়াও গুড়গুড়ি পোতা সমাজ কল্যাণ সমিতির অন্যতম কর্ণধার আসিফ ইকবাল মল্লিক ওরফে মুন্না ছাড়াও শারিয়া নার্সিং হোমের কর্ণধার পরিচিত নাম রানী। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট গুণীজনরা মঞ্চে বসে খেলা উপভোগ করলেন। অসংখ্য ক্রীড়া প্রেমীদের বলতে শোনা যায়, গুড়গুড়ি পোতা সমাজ কল্যাণ সমাজ কল্যাণ সমিতি যেভাবে মাঠকে সাজিয়েছেন এবং শৃঙ্খলা ভাবে খেলা সমাপ্ত করিয়েছেন সকলে ভীষণ আপ্লুত। আগামীতে ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলার বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে জানালেন চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ সেখ মোশারফ সাহেব এবং নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক।

আব্বাস গঞ্জ হাই মাদ্রাসার ৭২ তম বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মোথাবাড়ী

আপনজন: কালিয়াচক- নং ব্লকের মোথাবাড়ী এলাকার আব্বাস গঞ্জ হাই মাদ্রাসার ৭২ তম বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সহ-সচিব আসিফ ইকবাল, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তথা মোহাম্মদীয়া হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক জাকির হোসেন, মোথাবাড়ী নতুন চক্রের অমর বিদ্যালয় পরিদর্শক অঞ্জন লাহা (প্রাথমিক), বিদ্যালয় পরিদর্শক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাথমিক), আব্বাস গঞ্জ হাই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সম্পাদক সায়েম চৌধুরী, উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন, সহকারী প্রধান শিক্ষক রাফিকুল ইসলাম সহ মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আকর্ষণীয় খেলা শটপুট, লং জাম্প, হাই জাম্প, ১০০- ৪০০ মিটার দৌড়, জ্যাভেলিন, মিউজিক্যাল চেয়ার সহ আরও বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও চলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

বেড়াচাপা সার্কেলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের বেড়াচাঁপা সার্কেলের প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় সমূহের ৪০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো সোমবার চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বল্লভপুর রেনবো ক্লাবের কাঁটারাটি মাঠে। কলসুর, চাকলা, চৌরাশি, বেড়াচাঁপা ১ নম্বর,বেড়াচাঁপা ২ নম্বর, হাদিপুর ঝিকরা ১ নম্বর,হাদিপুর ঝিকরা ২ নম্বর এই সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রছাত্রীরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে। ১০০ মিটার দৌড়,২০০ মিটার দৌড়,লং জাম্প,হাই জাম্প,যোগাসন, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি মিলিয়ে ৩৪ টি ইভেন্টে ২০৩ জন প্রতিযোগী ছিল এই প্রতিযোগিতায়। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা

জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,দেগঙ্গার বি ডি ও ফাহিম আলম,পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এনামুল মোল্লা,দেগঙ্গা সার্কেলের এস আই এস সাহনওয়াজ আলম, বেড়াচাঁপা সার্কেলের এস আই এস কালাম বিশ্বাস, সুকুমার কুমার সর্দার সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা।অনুষ্ঠানের শুরুতে শান্তির বার্তা দিতে পায়রা ওড়ানো হয়।জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।ছিল মশাল দৌড়। অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।এই সার্কেল থেকে ৩৪ জন প্রতিযোগী আগামী ২৫ জানুয়ারি রাজারহাটে অনুষ্ঠিত বারাসাত সাব ডিভিশনের খেলায়□অংশগ্রহণ করবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**